কোনো শিশুর
চোখেই বিদায়ের
কান্না...আর না...!!

আসুন, থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা
করে আমরা প্রত্যেকে থ্যালাসেমিয়ামুক্ত
সমাজ গড়ার শরিক হই।

মানবিক মূল্যবোধ ও সমাজ সচেতনতার দীপ্ত দর্পণ

সুমধ্যমা

সবার মাঝে, সবের মাঝে

Postal Registration No. Kol RMS/474/2019-21
Published on 3rd November, 2020

SAVE
WATER
SAVE
LIFE
STPF

November, 2020 Volume-VI, Issue-IX 8 Pages, Rs. 2.00 Regd. No-WBBEN/2015/63375

শুভেচ্ছা

সুমধ্যমার সকল পাঠক-পাঠিকা, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভ্যানুধ্যায়ীদের জানাই শুভ বিজয়ার আন্তরিক শুভেচ্ছা। সম্পাদক

প্লাজমা থেরাপি খারিজ

নয়াদিল্লি-করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে প্লাজমা থেরাপি বাতিল করল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক। টিকার ক্ষেত্রে আবশ্যিক নয় ডিজিটাল স্বাস্থ্যকার্ড।

কেউ জানে না

নয়াদিল্লি-মোবাইলে আরোগ্য সেতু অ্যাপ লোড করা বাধ্যতামূলক বলে মে মাসে নির্দেশ জারি করেছিল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। তথ্যের অধিকার আইনে জানতে চাওয়া হয়েছিল এই অ্যাপ কারা, কোথায় তৈরি করেছে। সরকারের পক্ষ থেকে কোনও তথ্য পাওয়া যায় নি।

ই ফি জানুয়ারিতে

নয়াদিল্লি-করোনার অতিমারির কারণে পিছিয়ে গেল ইন্টার ন্যাশানাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল এবং কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। নভেম্বরের বদলে দুটোই অনুষ্ঠিত হবে জানুয়ারিতে।

টুইটার নিয়ে

নয়াদিল্লি-লাদাখকে চিনের অংশ দেখিয়ে বিপদে পড়েছিল টুইটার। টুইটার প্রতিনিধিদের বিষয়টি নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে যৌথ সংসদীয় কমিটি। তাদের বক্তব্যে আদৌ সন্তুষ্ট নয় যৌথ সংসদীয় কমিটি।

জমি আইনে বদল

শ্রীনগর-আইন বদল করে জম্মু-কাশ্মীরে সব ভারতীয়কে জমি কেনার অধিকার দিল কেন্দ্রীয় সরকার। বিশেষ মর্যাদা লোপের আগে একমাত্র জম্মু-কাশ্মীরের স্থায়ী বাসিন্দারাই সেখানকার স্থাবর সম্পত্তি কিনতে পারতেন।

প্রয়াত রামবিলাস

নয়াদিল্লি-মোদি সরকারের খাদ্য, গণবন্টন ও উপভোক্তা বিষয়ক মন্ত্রী এবং লোক জনশক্তি পার্টির প্রতিষ্ঠাতা রামবিলাস পাসোয়ান প্রয়াত হলেন। দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন তিনি।

আসছে বছর আবার হবে !

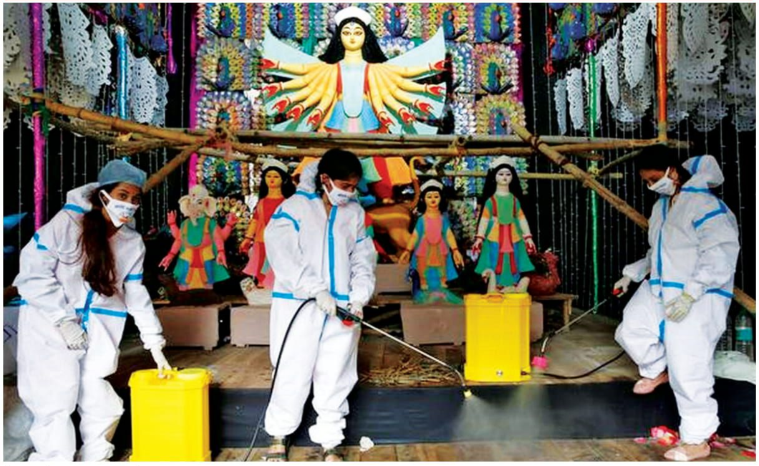

নিউ নর্মাল-এবার স্যানিটাইজেশনও পুজোর অন্যতম কাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি-একের পর এক আনকোরা নর্মাল-এর সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে মনকে সান্ত্বনা দেওয়া, 'বল দুগ্গা মাইকি, আসছে বছর আবার হবে।' এটাই এবছরের পুজোর একমাত্র পাওনা। এবারে মণ্ডপ ছিল, প্রতিমা ছিল, দর্শনার্থী কিঞ্চিৎ। ব্যারিকেড ছিল, সেপাই ছিল, ভিড় উধাও। রাস্তায় ঝলমলে আলোর রোশনাই ছিল, গাড়ি ছিল, যানজট নেই। এবার পুজো ছিল কিন্তু উৎসব ছিল না। উদ্‌যাপন ছিল, উদ্দীপনা নেই। ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমীতে হয় পাড়া বন্দি নয়তো ঘরবন্দি। নবমীতে মনে হল কোভিড হেরেছে বাইরে বের হওয়ার বাসনা পূর্ণ করি। বিচ্ছিন্ন ভিড়ের ভাইরাল ভিডিয়ো রয়েছে কিন্তু আনন্দের জোয়ার কোথায়?

কিছুটা ভুল থেকে গেল। লম্বা অবরোধ জীবনে হাঁপিয়ে ওঠা হৃদয় কাশফুলের দোলায় ঢাকের বাদ্যিতে বেপরোয়া হয়ে উঠতে চায়। তার কিছুটা আভাষও মণ্ডপে, বাজারে আর এখানে-ওখানে দেখা গেছে। তারপরেই জোর ধাক্কা। আদালতের নির্দেশ। একটা সময় দুর্গাপুজা নিয়ে অনিশ্চয়তা ছিল। শেষের দিকে এসে তাল, লয়, সুরের ছন্দ পাওয়া গেল। প্রশাসনও এই মহোৎসবকে 'সফল' করার উদ্যোগ নিয়ে ফেলেছিল। আদালত সেই পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়াল। দর্শকশুন্য মাঠে আই পি এল-এর মত অবস্থা হল।

প্রাণহীন শারদোৎসব ২০২০ কিন্তু একা নয়। ১৯৪৩ সাল। মন্বন্তরের মধ্যেই মা-র আগমন। প্রতিটি মণ্ডপে দরিদ্রনারায়ণসেবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ১৯৬৫ সালে দুর্গাপুজো পড়েছিল সেপ্টেম্বরের শেষে। এবার যেমন পুজোর কয়েকমাস আগে থেকে একটা অনিশ্চয়তা ছিল, সেবার (১৯৬৫) সেটা ছিল না। হঠাৎ ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। পুজোর ওপর চাপানো হল একগুচ্ছ বিধিনিষেধ। অবশ্য পুজোর এক সপ্তাহ আগে যুদ্ধ থেমে গেল। শহর থেকে ব্ল্যাক আউট উঠে গেল। মাত্র সাতদিনের মধ্যে বেশ রমরমা করে পুজো হল সর্বত্র। ১৯৭৮-এ বন্যায় দুর্গাপুজোর জাকজমকে ভাঁটা পড়েছিল। কলকাতাও সেবার পুজোর সময় আগেই জলমগ্ন ছিল। ২০২০-তে কিন্তু মন্বন্তর, বন্যা, যুদ্ধ কিছুই নেই। কিন্তু খিদে, বেকারত্ব আর কোভিড আছে। বিসর্জনের বাজনার সাথে সাথে মনে দাগ কাটছে, আসছে বছর আবার সব ঠিক হবে তো!

কদাচিৎ

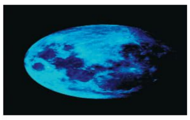

পৃথিবীর সব প্রান্ত থেকে ৩১ অক্টোবর এবার 'ব্লু মুন' দেখা গেল। ওই দিনটা আবার 'হ্যালোউইন নাইট'। ৭৬ বছর পর আবার একমাসে (অক্টোবরে) দুটো পূর্ণিমা হল। কথায় কথায় আমরা বলি 'ওয়ানস ইন এ ব্লু মুন'।

উৎকণ্ঠা সরিয়ে সতেজ রাখুন নিজেকে

সঞ্জীব আচার্য্য

বিটা করোনাভাইরাসের বিশেষ একটা ভাইরাল স্ট্রেনকেই বলা হচ্ছে সার্স সি ও ভি-২ (SARS-COV-2)/ নোভেলকরোনাভাইরাস। এই ভাইরাল স্ট্রেনের সংক্রমণকে বলা হচ্ছে সি ও ভি ডি ১৯। সম্প্রতি দেখা গেছে, কোভিড ১৯-এ আক্রান্তদের মধ্যে অনেকেই রয়েছেন, যারা শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন। কেউ কেউ আবার অ্যাসিম প্টোমেটিক, অর্থাৎ উপসর্গহীন। এখানেও মৃত্যু হানা দিয়েছে। সাধারণ জ্বর ও সর্দিকে এখন উপেক্ষা করা অথবা হাল্কা চালে নেওয়া যাচ্ছে না। সামান্য কিছু ওষুধপত্র খেলেই সুস্থ হয়ে যাওয়ার ধারণাটা এখন বদলে গেছে। সেকারণেই জ্বর, সর্দি, কাশি এবং শ্বাসকষ্টকে অবহেলায় রেখে না দিয়ে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ। তা না হলে আপনার ঘরের চাবি ভেঙ্গে আপনাকেই নিয়ে যাবে পরপারে। উপরোক্ত উপসর্গের ৪/৫ দিনের মধ্যেই ডাক্তারের শরণাপন্ন হোন এবং প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়ে নিন।

কখন কোভিড টেস্ট করাবেন?

কোভিড ভাইরাসের সংক্রমণ হলে ৫/৭ দিনের মধ্যেই উপসর্গগুলো আত্মপ্রকাশ করতে থাকে এবং এটা ১৪ দিন পর্যন্ত সক্রিয় থাকে। কাশি, শ্বাসকষ্ট, জ্বর, গায়ে ব্যথা, গলা ব্যথা, মাথা ধরা, সর্দি, বমিবমিভাব, ডায়েরিয়া, ক্লান্তি, খাবারের স্বাদ এবং গন্ধ না পাওয়াটা কোভিড সংক্রমণের লক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। শুধুমাত্র জ্বরই কোভিডে আক্রান্ত হওয়ার একমাত্র লক্ষণ নয়। সাধারণত কোভিড-১৯-এর দু'রকম পরীক্ষা হয়। একটি ভাইরাল টেস্ট অন্যটি অ্যান্টিবডি টেস্ট। ভাইরাল টেস্ট সাম্প্রতিক সংক্রমনের হদিশ দেয় আর অ্যান্টিবডি টেস্ট অতীত সংক্রমনের সালতামামি। উপরোক্ত উপসর্গগুলো দেখা দিলেই কোভিড ১৯-এর উপসর্গ থাকলে এবং পরীক্ষার ফল পজিটিভ হলে নিয়মবিধি কঠোরভাবে পালন করতে হবে। পরীক্ষার ফল নেগেটিভ হলেও নিয়মবিধি অনুসরণ করে চলতে হবে।

এরপর দুয়ের পাতায়

বাজির দূষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি-করোনা কালে বাজির দূষণ মানুষের দেহে করোনাভাইরাস অনুঘটকের কাজ করবে। এই দূষণ বন্ধ করতে তৎপর প্রশাসন ও পুলিশ। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোও বাজি বিক্রি বন্ধ করার ডাক দিয়েছে

খরচে রাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি-কোভিড পরীক্ষা করানোর খরচ ১৫০০ টাকায় বেঁধে দিল রাজ্য সরকার। বেসরকারি অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবার ক্ষেত্রে রোগি পিছু সর্বোচ্চ ৩০০০ টাকা টাকা নেওয়া যাবে।

সহায়ক মূল্য বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিনিধি-পুজোর মরশুমে চাষীদের জন্য সুখবর। ধানের সহায়ক মূল্য কুইন্টাল পিছু ৫০ টাকা বৃদ্ধি করল রাজ্য সরকার। এখন চাষিরা প্রতি কুইন্টাল পিছু ১৮৬৮ টাকা পাবেন। নির্ধারিত সেন্টারে বিক্রি করলে আর ২০ টাকা দেওয়া হবে।

রায় বহাল

নয়াদিল্লি-রাজ্যের বেসরকারি স্কুলগুলি ২০ শতাংশ ফি কমানোর জন্য কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিমকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল স্কুলগুলি। সেই নির্দেশের বিরুদ্ধে কোনও স্থগিতাদেশ দেয়নি সুপ্রিম কোর্ট।

প্রয়াত ডেপুটি স্পিকার

নিজস্ব প্রতিনিধি-বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার ডাঃ সুকুমার হাঁসদা প্রয়াত। পেশায় চিকিৎসক ছিলেন তিনি। একসময় কেন্দ্রের মন্ত্রীও ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রয়াত প্রদীপ ঘোষ

নিজস্ব প্রতিনিধি-রাজ্যের বাচিক শিল্পের অন্যতম পথিকৃৎ প্রদীপ ঘোষ (৭৮) প্রয়াত। ১৬ অক্টোবর সকালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

এখানে - ওখানে

অন্যরূপে সেরাম শারদবরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি-'সেরাম শারদবরণ'। দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে শহরে একাধিক ইভেন্টের মধ্যে অন্যতম ইভেন্ট। জনপ্রিয়তার শীর্ষে থেকেও এবছর বিশ্বব্যাপী কোভিড অতিমারির কারণে এই ইভেন্টটিকে তাঁর পূর্ণ অবয়বে নিয়ে আসা সম্ভব হয়নি। এর জন্য 'সেরাম শারদবরণ' ইভেন্টের পরিচালনা সংস্থা সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের তরফ থেকে আমরা দুঃখিত। প্রতিযোগিতার দৌড়ে না থাকলেও সেরাম শারদবরণ এবার শহর ও শহরতলীর বিভিন্ন পুজো সংগঠকদের প্যান্ডেলে উপস্থিত ছিল স্যানিটাইজার স্ট্যান্ড, স্যানিটাইজার নিয়ে। ২০১৯-এ যেসব পুজো সংগঠক সেরাম শারদবরণের জন্য তালিকাভুক্ত হয়েছিল, তাদের পুজো মণ্ডপেই পৌঁছে গিয়েছে আমাদের শারদীয়া অর্ঘ্য তথা কোভিড ১৯-এর সংক্রমন থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য সামান্য স্যানিটাইজার এবং স্যানিটাইজার স্ট্যান্ড। এবারের পুজোর সামগ্রিক পরিস্থিতি বিচার করেই 'সেরাম শারদবরণ' একটু ভিন্ন আঙ্গিকে ধরা দিয়েছে পুজো উদ্যোক্তাদের প্যান্ডেলে।

সেরাম শারদবরণের পক্ষ থেকে পুজো মণ্ডপে স্যানিটাইজার স্ট্যান্ড প্রদান

সাধারণ কলকাতা শহরকে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ এই চারটি জোনে ভাগ করা হয়। সঙ্গে আমাদের পাশের শহর হাওড়াও আমাদের কাছে ব্রাত্য নয়। এই চারটি জোনের অধিকাংশ পুজো উদ্যোক্তাদের কাছে এবং হাওড়ায় আমাদের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা সহ স্যানিটাইজার স্ট্যান্ড ও স্যানিটাইজার পৌঁছে দিয়েছে আমাদের সদস্যরা। কারণ এই মুহূর্তে কোভিডকে মোকাবিলা করাই হচ্ছে সকলের একমাত্র চ্যালেঞ্জ। সমস্ত পুজো উদ্যোক্তারাই এই বিষয়টিকে খুব ভালোভাবে গ্রহণ করেছেন এবং আমাদের সদস্যদের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করেছেন। সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের পক্ষ থেকে আমরা পুজো উদ্যোক্তাদের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

আরও ছবি ৮-এর পাতায়

ফিনিক্স পাখি

নিজস্ব প্রতিনিধি-দিনরাত রোগির সেবায় ব্যস্ত থাকলেও তারই মধ্যে সময় বার করে নিয়ে সাহিত্যচর্চায় ব্যয় করেন ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য্য। সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের কার্যকরী কমিটির অন্যতম সদস্য তিনি। ১০ অক্টোবর সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের অডিটোরিয়ামে ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য্যের লেখা 'কাগজের মানুষ আর ফিনিক্স পাখি' বইটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন গায়ক এবং সুরকার নচিকেতা, সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য ও সাংবাদিক সুমন ভট্টাচার্য্য। এটি ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য্যের লেখা প্রথম বই নয়, এর আগে 'মাই ডটার', 'দ্য হার্ট', 'ডিটেকটিভ সূর্য', 'গল্প নদীর দেশ' এবং 'মিশন পসেবল' বইগুলো পাঠক জগতে বেশ সমাদৃত হয়েছে। আগামী বইমেলাতে তাঁরই লেখা আর একটি ডিটেকটিভ ধর্মী বই প্রকাশিত হতে চলেছে। এই উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিতে গিয়ে শিল্পী নচিকেতা, সাংবাদিক সুমন ভট্টাচার্য্য এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য সকলেই লেখকের বহুমুখী প্রতিভার প্রশংসা করেন। এছাড়া এই অনুষ্ঠানে ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য্য সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনকে দশ হাজার টাকার একটি চেকও প্রদান করেন।

ছবি ৮-এর পাতায়

শরতের ডাকে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি-মর্ত্যের দুর্গারাই গণদেবতাদের তুষ্ট করতে ময়দানে নেমে পড়েছেন। এও এক দুর্গাপূজা। গতবছরের মত এবারেও সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে ১৭ অক্টোবর শহরের পাঁচটি জায়গায় কোভিডের সমস্তরকম বিধিনিষেধ মেনে অনুষ্ঠিত হল নাট্যানুষ্ঠান এবং খাদ্যদ্রব্য প্রদান। এবার বিশ্বজুড়ে কোভিড আবহের কারণে সেই আনন্দের পরিসরকে সংক্ষিপ্ত করতে হয়েছে।

'দেবীপক্ষে মা দুর্গারই বোধন দুর্গামন্দিরে' শীর্ষক অনুষ্ঠানটি পরিবেশন করা হয়েছে শহরের পাঁচটি জায়গায়। এই অনুষ্ঠানের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সদস্যের দ্বারা অভিনীত নাটক 'দেবীর মর্ত্যে আগমন'। নাটক শেষে সংশ্লিষ্ট এলাকার আর্থিকভাবে দুর্বল মানুষদের মধ্যে চাল, ডাল, ঘি, আটা, ময়দা প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য তুলে দেন সংগঠনের সদস্যরা। এছাড়া সংগঠনের পক্ষ থেকে এই অনুষ্ঠানের আয়োজক ক্লাব প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্যানিটাইজার স্ট্যান্ড প্রদান করা হয়। শহরের পাঁচটি ক্লাব প্রতিষ্ঠান সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশনকে আমন্ত্রণ জানায় অনুষ্ঠানটি পরিবেশন করতে। সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করে দেশবন্ধু পার্কে উত্তরের আড্ডা বাগবাজারের সৈকত মুখার্জি ভারতীয় ফুটবল প্লেয়ার্স এজেন্ট ও মহাদেব পাত্র মেমোরিয়াল সোসাইটি, নীলমণি মিত্র স্ট্রিটের নর্থ কলকাতা চলাচল ক্লাব, কেশব সেন স্ট্রিটের গার্লস এমপাওয়ারমেন্ট অ্যান্ড সোস্যাল ফ্রেন্ডস কমিটি এবং বাগমারির দিগন্ত ব্যায়ামাগারের অনুষ্ঠানটি সাড়ম্বরে পরিবেশিত করা হয়। প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানের প্রারম্ভেই সংগঠনের উদ্দেশ্য এবং এই অনুষ্ঠানের গুরুত্ব নিয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য।

নাটক দেবীর মর্ত্যে আগমন সকল দর্শকদের মধ্যে আনন্দ দিয়েছে। এই নাটকের রচনা, নির্দেশনা ও গ্রন্থনায় ছিলেন সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। শিবের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন ইন্দ্রজিৎ চক্রবর্তী, মা অন্নপূর্ণার ভূমিকায় ছিলেন ঐতিহ্য ঘোষাল, পার্বতীর ভূমিকায় প্রিয়াঙ্কা দত্ত, পুরোহিতের ভূমিকায় শরদিন্দু চ্যাটার্জি এবং দু'জন ভিক্ষুকের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন যথাক্রমে পিণ্টু শীল ও শিবশঙ্কর চন্দ। নাটকে কণ্ঠ দিয়েছেন সঞ্জীব আচার্য্য, রুবী মণ্ডল ও পার্থ চক্রবর্তী। সংগীতে ছিলেন শিল্পী আবীর চট্টোপাধ্যায়, আবহে ছিলেন সন্দীপ মিল এবং সাজসজ্জায় ছিলেন সুমনা কর। এরা সকলেই সংগঠনের একনিষ্ঠ সদস্য।

ছবি ৮-এর পাতায়

উৎকণ্ঠা সরিয়ে সতেজ রাখুন নিজেকে

প্রথম পাতায় পর

MERS CoV (Middle East— Respiratory Syndrome)-কে চিহ্নিত করার একমাত্র উপায় হল ল্যাব টেস্ট। MERS-CoV হচ্ছে 'জুনেটিক ভাইরাস'। কোভিডে গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড পদ্ধতি হল RT-PCR। এই পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে দেহে কোভিডের সাম্প্রতিক সংক্রমণ মাপা সম্ভব এবং পরিমাণগত বিষয়টিও বোঝা যায়।

কোভিডের সংক্রমণ থেকে ব্যাপকহারে মানুষকে নিষ্কৃতি দিতে NCIRS (National Centre for Immunisation Research as Surveillance) একটি অত্যাধুনিক পরিকল্পনা চালু করেছে। যার পোষাকি নাম দেওয়া হয়েছে 'Sero Surveillance'। এই সেরো সার্ভাইলেন্সকে বলা হচ্ছে 'গোল্ড স্টান্ডার্ড'। কারণ এই ব্যবস্থাটি হচ্ছে বহুমুখী এবং বহুউদ্দেশ্যসাধক। কোন ভাইরাসের সংক্রমনের ফলে যখন অতিমারির পরিবেশ ছড়িয়ে পরে তখন সেরো সার্ভাইলেন্স পদ্ধতি অনুসরণ করলে দ্রুত ফল পাওয়া যায় এবং অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। এই পদ্ধতিতে একটি জনগোষ্ঠীতে বা মহল্লায় আক্রান্তের ফলে দেহস্থ প্রতিরোধী ব্যবস্থা গড়ে ওঠার সংখ্যা পরিমাপ করা যায়। ফলাফল দেখে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়। এই ব্যবস্থায় ইমিউনোগ্লোবিন M(lgM) এবং ইমিউনোগ্লোবিউলিন G(lgG) পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এই পরীক্ষার দ্বারা জানা যায়, সম্প্রতি বা অতীতের সংক্রামিতের সংখ্যা।

জ্বর কি কোভিডের অন্যতম কারণ

বর্তমান কোভিড পরিস্থিতিতে জ্বরকে কোভিড সংক্রমনের একটি লক্ষন হিসেবে দেখা হচ্ছে। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান বলছে, শতকরা ৮০ শতাংশ কোভিড আক্রান্ত মানুষের দেহে জ্বরের কোনও লক্ষণ নেই। যদিও কোভিড আক্রান্তের ক্ষেত্রে এখন শুধুমাত্র জ্বরকে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ হিসেবে দেখা হচ্ছে না। অন্যান্য উপসর্গগুলোকেও প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। যেমন দেহে অক্সিজেনের মাত্রা নিরূপন, জ্বর, সর্দি, কাশি রয়েছে কিনা। শ্বাসকষ্ট হচ্ছে কিনা প্রভৃতি। এসব উপসর্গ ৩/৪ দিন চলার পরে ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে কোভিড টেস্ট করা উচিত।

কোভিডে আক্রান্ত হলে দেহের কোন কোন অঙ্গ/প্রত্যঙ্গের ক্ষতি হয়?

আগেই আলোচনা করা হয়েছে কোভিড সংক্রমণের ক্ষেত্রে বয়সটা হচ্ছে একটা গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর। কোভিডে আক্রান্তদের ফুসফুসে সংক্রমনের লক্ষণ বেশি দেখা যায়। কারণ এই ভাইরাসটি ACE 2 (এনজাইম)-এর মাধ্যমে ফুসফুসের অ্যালভিয়োলার (Alveolar) কোষকে আক্রমণ করে। কারণ দেহে ফুসফুসটা হচ্ছে 'গ্রাউন্ড জিরো'। বলে রাখা ভাল, অ্যালভিয়োলার কোষের মধ্যে ছোট ছোট এয়ার পকেট থাকে। সেখানে গিয়ে ভাইরাস স্বচ্ছন্দে বাসা বাঁধে। অক্সিজেনের সাধারণ গতিবিধি বাধাপ্রাপ্ত হয়। ফুসফুস ছাড়াও হৃদযন্ত্রে আঘাত হানে কোভিড ভাইরাস, রক্তনালী সংক্রমিত হয়, কিডনি আক্রান্ত হয়, বিভিন্ন অন্ত্রও স্বাভাবিক কাজ করতে পারে না। সর্বোপরি মস্তিষ্কেও আঘাত হানে কোভিড।

কোভিড থেকে বাঁচার উপায়

আরও পাঁচটি ভাইরাসের মত কোভিডও একটা ভাইরাস। এটাও সেরকমই একটা ভাইরাস। কিন্তু কোভিড ভাইরাসটি আমাদের কাছে অচেনা, তাই চিকিৎসার মাধ্যমে দ্রুত নিয়ন্ত্রণ করার পদ্ধতিটাও আমাদের কাছে অজানা।

দেহের প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হলে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন জাতীয় খাদ্য খেতে হবে। যেমন—মাছ, মুরগির মাংস, সয়াবিন ইত্যাদি। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট প্রচুর পরিমাণে গ্রহণ করতে হবে, প্রচুর পরিমাণে লেবু খেতে হবে। বিভিন্ন ট্যাবলেটের মাধ্যমেও ভিটামিন গ্রহণ করা সম্ভব। আর জীবনযাত্রায় কিছু অতিরিক্ত বিষয় সংযোজন করতে হবে। সংযোজিত বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে ফেস মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, দিনে অন্তত দু'বার গরম জলে গার্গল করতে হবে এবং দৈহিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।

শরীরকে সুস্থ রাখতে হলে উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠার বাধা পার হতেই হবে। প্রকৃতি-পরিবেশ থেকে আনন্দ নিয়ে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরতেই হবে। ভাইরাসকে 'আলবিদা' বলুন, দেহকে সুস্থ, সরল ও সতেজ রাখুন। এর কোনও শর্টকাট রাস্তা নেই।

JR
JYOTEE
BASMATI RICE
JR
JYOTEE
BASMATI RICE
Swad India Ka
Regular Basmati Rice
GOLD
Net Wt.
25kg.
Available 1Kg, 5Kg, 10Kg, 15Kg
20Kg, 25Kg, 50Kg

Marketed by :
Karu International
A HOUSE OF EXPORT & IMPORT
13, Madanmohantala Street, Kolkata - 700 005
West Bengal, India
E-mail ; karuinternational2016@gmail.com

For Door to Door Delivery & Trade Enquiry
Office : 98307 52121, 98300 52800, 98301 52800
North Kolkata : 91630 76734
South Kolkata : 98365 85695

সাহিত্যে নোবেল পেলেন গ্লিক

মার্কিন লেখিকা লুইস এলিজাবেথ গ্লিক

স্টকহোম-বিচ্ছিন্নতাবাদ থেকে উত্তরণের পথে যাওয়ার দিশা খুঁজে বেরিয়েছেন ৭৭ বছর বয়সী মার্কিন লেখিকা লুইস এলিজাবেথ গ্লিক। নোবেল প্রাইজ কমিটি এবছরের সাহিত্যের পুরস্কার প্রাপক হিসেবে তাঁকেই বেছে নিয়েছেন। নোবেল জয়ের খবর পেয়ে অবাক গ্লিক। গ্লিক বলেছেন, 'বিস্মিত? হ্যাঁ, তাতো বটেই। তার থেকে বেশি-খুশি! তবে সেটা কি আর বলার দরকার আছে।' ৮ অক্টোবর বিকেলে নোবেল প্রাপকের নাম ঘোষণা করার আগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা সাদা-কালো ছবি পোস্ট করেছে নোবেল কমিটি। সঙ্গে লেখা-'১৯১৩ সালের এই পুরস্কার বিজেতাই সাহিত্যে প্রথম অ-ইউরোপীয় নোবেল প্রাপক। এবছর কে, তা জানা যাবে আর কিছুক্ষণ পরেই।' এরপরেই এবছরের পুরস্কার প্রাপক লুইস গ্লিকের নাম ঘোষণা করে নোবেল প্রাইজ কমিটি। গ্লিকের কবিতার সংখ্যা ১২।

ফাউচিকে 'মূর্খ' বললেন ট্রাম্প

নির্বাচনী প্রচারে ট্রাম্প ও ফাউচি (ইনসেটে)

লাসভেগাস-মার্কিন প্রশাসনের সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞ অ্যান্টনি ফাউচিকে 'ইডিয়ট' বললেন বিদায়ী প্রেসিডেন্ট তথা রিপাবলিকান পার্টির প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। অ্যারিজোনায় নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে সংবাদ মাধ্যমের সামনে তিনি বললেন, 'ফাউচির কথা শুনলে আমেরিকায় করোনা আক্রান্ত হয়ে আরও ৫ লাখ মানুষের মৃত্যু হত।' নভেম্বরের ৩ তারিখে আমেরিকায় সাধারণ নির্বাচন। জনমত সমীক্ষা ট্রাম্পকে পিছিয়ে রাখছে। তারই পরিণামে হয়তো হতাশার প্রতিফলন দেখালেন ট্রাম্প। করোনা মোকাবিলায় বিপর্যয়ের দায় চাপালেন ফাউচির ঘাড়ে। এর আগেও ফাউচির সঙ্গে ট্রাম্পের অনেকবার মতের অমিল হয়েছে। বিজ্ঞানীর দেওয়া সতর্কবানী শুনতে রাজি হন নি মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

জয়ী জেসিন্ডা

অকল্যান্ড-সাধারণ নির্বাচনে বড় জয় পেলেন নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী জেসিন্ডা আরড্রের্ন। ১৭ অক্টোবর ৮৭ শতাংশ ভোট গণনার পর জানা যায়, জেসিন্ডার মধ্য বামপন্থী লেবার প্যার্টি ৪৮৯ শতাংশ ভোট পেয়েছেন। দ্বিতীয়বারের জন্য ক্ষমতায় এলেন তিনি। বিজয় ভাষণে জেসিন্ডা বলেন, 'এটা কোনও সাধারণ ভোট নয়। তীব্র মেরংকরণের এই পৃথিবীতে নিউজিল্যান্ডরা বুঝিয়ে দিলেন, তাঁরা কোন দিকে।" জেসিন্ডার জয়ের সম্ভাবনা প্রবল ছিল। কারণ দেশের উন্নয়নের জন্য তিনি অনেক ভাল ভাল কাজ করেছেন।

সাগর পারের

টুকিটাকি

ফের হানা গির্জায়

প্যারিস-মুণ্ডু কেটে খুন করার ঘটনা ফের হল ফ্রান্সে। ২৯ অক্টোবর ফ্রান্সের নিস শহরের বিখ্যাত নোত্র দাম গির্জার ভেতরে এবং বাইরে এই হামলার ঘটনায় মোট তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। গির্জার ভেতরে ছুরি দিয়ে এক মহিলার মুণ্ডু কেটে ফেলে এক যুবক। নিহতদের মধ্যে একজন গির্জার ওয়ার্ডেন। ছুটে আসেন পুলিশকর্মীরা। সন্দেহভাজন হামলাকারীকে গুলি করে পুলিশ। চারবছর আগে এই নিস শহরেই ভিড়ে ঠাসা রাস্তায় ট্রাক চালিয়ে ৮৬ জনকে হত্যা করেছিল সন্ত্রাসবাদীরা। প্যারিস শহরের নিহতদের স্মরণে এক মিনিটের নীরবতা পালন করেন ফরাসি পার্লামেন্টের সদস্যরা।

অর্থনীতিতে নোবেল

দুই মার্কিন অর্থনীতিবিদ পল মিলগ্রম এবং রবার্ট উইলসন

স্টকহোম-নিলামের তত্ত্ব ও প্রয়োগ নিয়ে বিশেষ এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার সুবাদে এবার অর্থনীতিতে নোবেল পেলেন দুই মার্কিন অর্থনীতিবিদ পল মিলগ্রম এবং রবার্ট উইলসন। দু'জনেই আমেরিকার স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সবচেয়ে মন্দা সময় চলছে এখন। করোনায় আক্রান্ত গোটা বিশ্ব। সেই সময়েই ঘোষিত হল এই পুরস্কার।

তাইল্যান্ডে বিক্ষোভ বাড়ছে

ব্যাংকক-বিক্ষোভের ওপর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ১৮ অক্টেবর ব্যাঙ্ককের 'ভিকট্রি মনুমেন্ট' এবং 'অশোক' দখল করল সরকার বিরোধী বিক্ষোভ কারীরা। তাইল্যান্ডে প্রধানমন্ত্রী প্রয়ুথ চান ও চা-র বিরুদ্ধে বিক্ষোভ চলছে তিনমাস ধরে। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, সামরিক অভ্যুত্থানে ক্ষমতা দখলের পর ২০১৪ সালে অসাংবিধানিক উপায়ে ভোট করিয়ে ক্ষমতা দখল করেছেন প্রাক্তন সামরিক শাসক প্রয়ুথ। বন্দি বিক্ষোভকারীদের মুক্তির সমর্থনে স্লোগান দেওয়া হয়। এই জমায়েত ভেঙ্গে দেবার কোন চেষ্টাই করেনি পুলিশ। রাজপরিবারের পক্ষ থেকে অবশ্য এই ঘটনা নিয়ে কোনও মন্তব্য করা হয় নি। তাইল্যান্ডের ওপর চিনের একটা আগ্রাসী ভূমিকা রয়েছে যেটা সেই দেশের মানুষ মানতে চাইছে না।

জল আছে চাঁদে

নাসা- 'নেচার অব অ্যাস্ট্রনমি' জার্নালে নাসা পাকাপাকিভাবে জানিয়ে দিল, 'সূর্যের আলো চাঁদের যে অংশে পৌঁছায়, সেখানেই রয়েছে জলের অস্তিত্ব। নাসার স্ট্যাটোস্ফেরিক অবজারভেটরি ফর ইনফ্র্যারেড অ্যাস্ট্রোনমি (সোফিয়া) জানিয়েছে, চাঁদের ক্ল্যাভিয়াস গহ্বরে জলের অনু পাওয়া গেছে। অনুসন্ধান করে চাঁদের ওই অংশে মোটামুটি ১২ আউন্স পরিমাণ জলের সন্ধান মিলেছে। চাঁদের দক্ষিণ পৃষ্ঠে দ্বিতীয় বৃহত্তম গহ্বর এই ক্ল্যাভিয়াস। পৃথিবী থেকেও এই গহ্বর দেখা যায়। নাসা তাদের আর্তেমিস প্রকল্পে ২০২৪-এ চাঁদে প্রথম একজন নারী ও তারপরে একজন পুরুষকে পরীক্ষামূলকভাবে বসবাসের জন্য পাঠানোর আগে চন্দ্রপৃষ্ঠে জলের অস্তিত্ব সম্পর্কে আরও তথ্য পেতে উদ্যোগী।

ডাক্তারবাবু, শুনছেন!

সেরাম অ্যানালিসিস সেন্টার
প্রাইভেট লিমিটেড
৯৮৩০১৭৩৯৫০
(০৩৩)২৫৩০৬৫৭২
ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য্য
MBBS, MD
ফোন নং ঃ৯৮৩০০৬৬৫২৯

প্রঃ আইভারমেকটিন কি করোনার নতুন ওষুধ? এই ওষুধ সম্বন্ধে জানতে চাই?

চন্দন নন্দী, বাগবাজার

উঃ আইভারমেকটিন (Ivermectin) সম্বন্ধে এখন অনেকেই জানতে চাইছেন। কোভিড-১৯ ইনফেকশনে এই ওষুধ এখন অনেকক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হচ্ছে। করোনার দাপট এখনও অব্যাহত। কোন চিকিৎসাই সেভাবে সফল হয়নি। হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন রেমডেসেভির যে ওষুধগুলো নিয়ে একসময় খুব হইচই চলছিল, তাদের কোনোটাই সেভাবে কার্যকর প্রমাণিত হয়নি। সেক্ষেত্রে এই ওষুধ নতুন আশার আলো দেখিয়েছে।

আইভারমেকটিন কোনো নতুন ওষুধ নয়। বিভিন্ন কৃমির চিকিৎসায় এই ওষুধ ব্যবহার করা হয় (antiparasitic Drug)। পশুপাখির চিকিৎসায় এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ওষুধ। এর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াও (side effects) খুব একটা কিছু নেই। তবে খুব বেশি মাত্রায় ব্যবহার করা হলে সমস্যা হতে পারে। গর্ভাবস্থায় (Pegnancy) বা ১৫ কিলোগ্রাম ওজনের কম শিশুকে এই ওষুধ দেওয়া উচিত নয়।

দেখা গেছে যে, এই ওষুধের ভাইরাসের ওপরে কাজও আছে (Anti viral effect)। তার মধ্যে এই মহামারী সৃষ্টিকারী ভাইরাস SARS, COV_2 ও আছে। এই ওষুধ, এই ভাইরাস বৃদ্ধি ব্যাহত করে। সেইজন্য এটি ব্যবহৃত হচ্ছে কোভিড-১৯-র ক্ষেত্রে কিন্তু সরাসরি একে 'করোনার ওষুধ' বলে অভিহিত করা কঠিন।

এটি ব্যবহার করা হচ্ছে জিঙ্ক (Zinc), ডক্সিসাইক্লিন (Doxycycline), এবং কখনও ভিটামিন ডি-এর সঙ্গে। এর কার্যকারিতা সম্বন্ধে বিষদ জানতে হয়ত আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। যদি এটি সফল হয়, তবে এই রোগের চিকিৎসায় এক নতুন দিগন্ত খুলে যাবে।

প্রঃ এই পত্রিকার সেপ্টেম্বর সংখ্যায় সোমন্যামবুলিজম সম্পর্কে আপনার লেখায় বিস্তারিত জানতে পারিনি। তাই সোমন্যামবুলিজম সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত জানাবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

শঙ্কর মিত্র, ঘাটাল

উঃ সোমন্যামবুলিজম (Somnambulism) বা sleep walking হল এক রকমের ঘুম সংক্রান্ত অস্বাভাবিকতা (Parasomnia) যেখানে রোগী ঘুমের মধ্যেই হাঁটতে থাকে বা অন্য কিছু কার্যকলাপ করে। সাধারণত বাচ্চাদেরই এই অবস্থা বেশী দেখা যায়। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই একটু বড় হলেই এটা আর থাকে না। হাঁটা ছাড়াও কথা বলা, অভিনয় করে দেখানো, আলমারি খোলা প্রভৃতি করে অনেকেই, অনেকে আবার বাড়ির বাইরে চলে যেতে চায়। এই সময়ে তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে কোনো হুঁশ থাকে না। ডাকলেও সাড়া দেয় না। আবার পরে এই সময়কার স্মৃতি তার মনে থেকে মুছে যায়—কিছুই আর মনে করতে পারে না। এই সময় ছোটো আঘাত লাগার সম্ভাবনা থাকে, তাই সতর্ক থাকতে হয়।

এই ঘটনা অনেক দিন তফাতে হতে পারে, আবার ঘন ঘনও হতে পারে। যদি ঘনঘন হয়, তবে এ নিয়ে মাথা ঘামানো দরকার।

এর থেকে পরে ব্যবহারে অস্বাভাবিকতা (Behavioural Disease), বিপদ (Depression) প্রভৃতি হতে পারে। তাই এর সময়মত চিকিৎসা প্রয়োজন।

বংশগত (Genetic) সম্পর্ক একটা খুঁজে পাওয়া যায় অনেক ক্ষেত্রে। বাবা মায়ের একজন, দুজনেরই এরকম থাকলে এই সমস্যা হবার সম্ভাবনা থাকে। আবার কিছু জিনিস থেকে এটা হতে পারে, যেমন—অনিয়মিত ঘুমের সময় বা খুব কম ঘুমের সময়, মানসিক চাপ (Stress), যেমন—পড়াশুনোর জন্য বাবা মায়ের অতিরিক্ত চাপ) প্রভৃতি। ওষুধ থেকে এটা হতে পারে, যেমন, লিথিয়াল, ক্লোরাল হাইড্রেট, ফোনোযায়নিক্স প্রভৃতি। Alcohol Abuse হল আর একটি কারণ। Obstructive Sleep Apnoea (OSA) বা Gastroesophagen Reflax Disease (GERD) থেকেও হতে পারে।

মোটামুটি বর্ণনা শুনেই রোগনির্ণয় করা যায়। এছাড়াও EEG (Electroncephalography) করা প্রয়োজন। কোন মৃগীরোগ (Sercure Disease) আছে কি না, দেখার জন্য।

চিকিৎসায় ওষুধ, যেমন বেনজোডায়াজেপিনস (Benzodiacepines, যেমন Loracepam) ব্যবহার করা হয়।

Behavioural Therapy-ও করার দরকার। রোগীকে আশ্বস্ত করা খুবই দরকার। ঘুমোনোর সময় যাতে কোনো আওয়াজ না হয়, তা দেখতে হবে। পর্যাপ্ত ঘুম দরকার এবং মানসিক চাপ যাতে না থাকে তা দেখাও দরকার। ওষুধ থেকে হলে সেইসব ওষুধ বাদ দেওয়া দরকার এবং OSA বা GERD থাকলে তার চিকিৎসা করা দরকার।

প্রঃ পাইলস নিয়ে কিছু জানাবার অনুরোধ জানাচ্ছি।

কিরীটি রায়, কসবা

উঃ রক্তনালী ফেটে গিয়ে রক্তপাত হয়। বেশি বয়সে এই রোগের সম্ভাবনা থাকে। অতিরিক্ত ফ্যাট এবং কম ফাইবারযুক্ত খাবার খেলে এই রোগের সম্ভাবনা থাকে। এই রোগ দু'রকমের হতে পারে—ইন্টারন্যাল Internal Hemorrhoips External Hemorrhoips

উপসর্গ ঃ Stool-এর সঙ্গে রক্ত পড়া এবং কিছু অংশ বেরিয়ে আসা (Protrusion) দেখা দেয়। ব্যথা সেরকম হয় না, তবে কখনও কখনও খুব বেশী হতে পারে। সাধারণত রক্তপাত অল্পই হয়, তবে কখনও বা বেশী হয় এবং রক্তাপ্লতা (Anemia) সৃষ্টি করতে পারে।

চিকিৎসা (Diagnosis) ঃ Snz Bath, ফাইবার সমৃদ্ধ খাবার, এবং stool নরম করার ওষুধ (Stool Softeners) দেওয়া হয়। এছাড়াও Banding ও Sclerotherapy করা যেতে পারে। অপারেশন করলে ভালো ফল পাওয়া যায়। বিভিন্ন রকমের অপারেশনও আছে।

সম্পাদকীয়

সত্যি লজ্জার

এবছরের একটি খবরে কিঞ্চিৎ শিহরণ লেগেছে। মাথাপিছু জিডিপির হিসেবে ভারতকে পেছনে ফেলে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। ভারতবাসী হিসেবে আমাদের জাতীয়তাবাদী আবেগে ধাক্কা লাগলে একটা কথা অবশ্যই স্বস্তি এনে দিতে পারে। কথাটি হল, পরের বছর ভারত নিশ্চিত ফের এগিয়ে যাবে। এই আশার বাণীর মধ্যে অবশ্যই একটি আশার ভবিষ্যদ্বাণী লুকিয়ে আছে, যেটা হল এখন থেকে দেশের অর্থনীতির কর্তারা একটি বছর বুঝে সুঝে চলবেন। ডিমনিটাইনেশন গোছের কোন আত্মঘাতী পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন না। অর্থ ব্যবস্থার পরিচালনায় যতখানি নেতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন তার থেকে বেশি যাতে আর না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখবেন। অগ্রিম অনুমান কতটা যুক্তিসঙ্গত। সেই প্রশ্ন এখন স্থগিত থাকা ভাল। বলে রাখা প্রয়োজন, বাংলাদেশে সাম্প্রতিক আয় বৃদ্ধির পেছনে একটি মাত্র ক্ষেত্রের ভূমিকা অনস্বীকার্য, সেটা হল বস্ত্র উৎপাদন। এই একটি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক স্তরে উন্নীত হয়েছে। 'আত্মনির্ভর ভারত', 'মেক ইন ইন্ডিয়া' আমাদের দেশকে কোনও একটি ক্ষেত্রে এখনও পর্যন্ত প্রবল শক্তিধর হিসেবে তুলে ধরতে পেরেছে বলে দেখা যায় নি। তবে বলা যেতে পারে শুধুমাত্র একটি ক্ষেত্রের ওপর নির্ভরশীল আর্থিক বৃদ্ধি যে কোনও সময় বিপদ ডেকে আনতে পারে। বাংলাদেশের এই কৃতিত্ব সত্যিই প্রশংসার যোগ্য কিন্তু শেষ কথা নয়। তবুও বাংলাদেশ মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে ভারতকে টপকে এগিয়ে গেছে-সেটাই বাস্তব। আগামীদিনে বাংলাদেশ যদি আরও কিছু ক্ষেত্রে এগিয়ে যায়, তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

লজ্জার কথা হল. যে দেশ কয়েক মাস আগে পর্যন্ত জাতীয় আয়ের হিসেবে আন্তর্জাতিক স্তরে মহাশক্তি হয়ে ওঠার দাবি জানাত, সেই দেশ তার আর্থিক বৃদ্ধির সুফল অধিকাংশ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারল না। বাস্তবতার এই বিষয়টি নিয়ে দেশের নেতারা আদৌ লজ্জিত নয়। এটাই আরও বেশি লজ্জার।

শুধুমাত্র একটি বিষয়ে নয়, মানুষের উন্নয়নের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সূচকে বাংলাদেশ ভারতের তুলনায় এগিয়ে রয়েছে। এর পেছনের যথেষ্ট কারণ রয়েছে। প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন, শিশু পুষ্টি প্রভৃতি ক্ষেত্রগুলোতে বাংলাদেশ যথেষ্ট এগিয়ে। একবছর পর যদি মাথাপিছু জিডিপিতে বাংলাদেশ ভারতের থেকে পিছিয়েও যায়, এই ক্ষেত্রগুলোর উন্নয়নে তার প্রভাব পড়বে না। কারণ যেসব ক্ষেত্রগুলো বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক সহায়তায় বিকাশলাভ করেছে, সেই ক্ষেত্রগুলোতে উন্নয়নের ধারা বজায় রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবে সে দেশের সরকার। দেশে বেআইনি অনুপ্রবেশকারী বন্ধ করতে, নাগরিকপঞ্জি তৈরি করতে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে অথচ উন্নততর জীবনের সম্ভাবনা ক্রমশই পিছিয়ে পড়ছে। সত্যি কি লজ্জা।

স্থিতি-গতি

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বস্ত্রমাত্রেরই কিয়ৎপরিমাণে তাপ আছে। যাহাকে শীতল বলি, তাহা বস্তুতঃ তাপশূন্য নহে। তাপের অল্পতাকেই শীতলতা বলি, তাপের অভাব কিছুতেই নাই। যে তুষারখণ্ডের স্পর্শে অঙ্গচ্ছেদের কেশানুভব করিতে হয়, তাহাতেও তাপের অভাব নাই—অল্পতা মাত্র। যাহাকে তাপ বলি, তাহা পরমাণুগণের আন্দোলন মাত্র। কোন বস্তুর পরমাণুসকল পরস্পরের দ্বারা আকৃষ্ট এবং সন্তাড়িত হইলে, তাহা তরঙ্গবৎ আন্দোলিত হইতে থাকে। সেই ক্রিয়াই তাপ। যেখানে সকল বস্তুই তাপযুক্ত, সেখানে সকল বস্তুর পরমাণুই অহ্রহ পরস্পর কর্তৃক আকৃষ্ট, সন্তাড়িত এবং সঞ্চালিত। পৃথিবীস্থ সকল বস্তুই আভ্যন্তরিক গতিবিশিষ্ট। আলোক সম্বন্ধেও সেই কথা। ইথার নামক বিশ্বব্যাপী আকাশীয় তরল পদার্থের পরমাণু সমষ্টির তরঙ্গবধ আন্দোলনই আলোক। সেই গতিবিশিষ্ট পরমাণু সকলের সঙ্গে নয়নেন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে আলোক অনুভূত হয়। সেই প্রকার তাপীয় তরঙ্গ সহিত ত্বগিন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে তাপ অনুভব করি। এই সকল আন্দোলন-ক্রিয়া মনুষ্যের দৃষ্টির অগোচর—উহা তাপরূপে এবং আলোকরূপেই আমরা ইন্দ্রিয় কর্তৃত্ব গ্রহণ করতে পারি—অন্য রূপে নহে। আলোক, তাপ এবং মাধ্যাকর্ষণ, তিনটিই পরমাণুর গতি মাত্র। পৃথিবীর সকল বস্তুই আভ্যন্তরিক গতিবিশিষ্ট। যৌগিক আকর্ষণের বলে সেই সকল গতি সত্ত্বেও কোন বস্তুর পরমাণুসকল বিধ্বস্ত বা পৃথগভূত হয় না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — ফ্যাশানের কথা ছাড়িয়া দেও। সকল দেশেরই বেশভূষার একটা ভদ্রতার আদর্শ আছে।

সুকান্ত ভট্টাচার্য্য — কুয়াশা কাটছে, কাটবে আজ কি কাল,
ধুয়ে ধুয়ে থাকে কুৎসার জঞ্জাল।
ততদিনে প্রাণদের শত্রুর হাতে
মুক্তির ফুল ফুটবে সে সংঘাতে।

স্বামী অভেদানন্দ — প্রত্যক্ষভাবে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব উপলব্ধিই ধর্ম। এছাড়া ধর্মের আর কোনও অর্থ হয় না।

মাসতামামি

১ নভেম্বর — পৃথিবীতে প্রথম হাইড্রোজেন বোমা তৈরি করল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৬২।
কলকাতায় চালু হল প্রথম ঘোড়ায় টানা ট্রাম ১৮৮১।
২ নভেম্বর — ইংল্যান্ডে আত্মহত্যা করলেন রবার্ট ক্লাইভ ১৭৭৪।
পেনসিলভ্যানিয়াতে বাণিজ্যিকভাবে প্রথম রেডিও স্টেশন চালু হল ১৯২০।
৩ নভেম্বর — গোল্ড বন্ড চালু হল দেশে ১৯৬২।
চিলিতে আলেন্দের সরকার গঠন হল ১৯৭০।
পৃথিবীর দ্বিতীয় স্যাটেলাইট রকেট, কুকুর লাইকাকে নিয়ে মহাকাশে অবতরণ করল ১৯৫৭।
৪ নভেম্বর — চিত্র পরিচালক ঋত্বিক ঘটকের জন্ম ১৯২৫।
দার্জিলিংয়ে হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইন্সটিটিউট স্থাপিত হল ১৯৫৪।
৫ নভেম্বর — চিত্তরঞ্জন দাশের জন্ম ১৮৭০।
বিজ্ঞানী জে. বি. এস. হ্যাল্ডেনের জন্ম ১৮৯২।
৬ নভেম্বর — তিতুমীরের জন্ম ১৭৮২।
৭ নভেম্বর — নভেম্বর বিপ্লব দিবস।
বিজ্ঞানী সি ভি রমনের জন্ম ১৮৮৮।
৮ নভেম্বর — কার্টুনিস্ট কাফি খানের জন্ম ১৯০০।
৯ নভেম্বর — ছৌ-নতর্ক গম্ভীর সিং মূড়ার জন্ম ২০০২।
উর্দু কবি মহম্মদ ইকবালের জন্ম ১৮৭৭।
১০ নভেম্বর — কলকাতাকে বিক্রি করে দেওয়া হল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে ১৬৯৮।
বিপ্লবী কানাইলাল দত্তের ফাঁসি ১৯০৮।
১১ নভেম্বর — প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ১৯১৮।
মৌলনা আবুল কালাম আজাদের জন্ম ১৮৮৮।
১২ নভেম্বর — সান ইয়াৎ সেনের জন্ম ১৮৬৬।
১৩ নভেম্বর — লুইস স্টিভেনশনের জন্ম ১৮৫০।
১৪ নভেম্বর — ই এস আই কর্পোরেশন গঠন ১৯৫৫।
দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর জন্ম ১৮৮৯।
১৫ নভেম্বর — সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতা বীরসা মুন্ডার জন্ম ১৮৭৫।
১৬ নভেম্বর — রাশিয়াকে স্বীকৃতি দিল আমেরিকা ১৯৩৩।
ঝাঁসির রানী লক্ষীবাঈয়ের জন্ম ১৮৩৫।
১৭ নভেম্বর — বিপ্লবী মাতঙ্গিনী হাজরার জন্ম ১৮৭০।
স্বাধীনতা যোদ্ধা বিষ্ণু পিঙ্গলের ফাঁসি ১৯১৫।
১৮ নভেম্বর — বুলগানিন ও ক্রুশ্চেভ ভারতে সফরে এলেন ১৯৫৫।
বাঘকে ভারতের জাতীয় পশু ঘোষণা করা হল ১৯৭৩।
১৯ নভেম্বর — দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধির জন্ম ১৯১৭।
গায়ক ও সুরকার সলিল চৌধুরীর জন্ম ১৯২৫।
ডালহৌসি স্কোয়ারের নাম বদল করে করা হল বিনয় বাদল দীনেশ বাগ ১৯৬৯।
২০ নভেম্বর — টিপু সুলতানের জন্ম ১৭৫০।
কলকাতায় বোস ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা হল ১৯১৭।
২১ নভেম্বর — দেশে প্রথম ডাকটিকিট চালু হল ১৯৪৭।
আলিপুর জেলে বিপ্লবী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ফাঁসি হল ১৯০৮।
বিশ্ব টেলিভিশন দিবস।
২২ নভেম্বর — মাদ্রাজ রাজ্যের নাম বদল করা হল তামিলনাড়ু ১৯৬৮।
তিন ঘোড়ায় টানা ট্রাম চালু হল ১৮৩০।
২৩ নভেম্বর — কাজী নজরুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করা হল ১৯২২।
ব্যালেস্টিক মিসাইল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হল ভারত ২০১২।
হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯০৭।
২৪ নভেম্বর — বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপিত হল ১৮৫৬।
অল ইন্ডিয়া খিলাফৎ কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হল দিল্লিতে ১৯১৯।
২৫ নভেম্বর — নারী জাতির প্রতি হিংসা দমনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক দিবস।
এলাহাবাদ হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠা হল ১৮৬৬।
এন সি সি চালু হল ১৯৪৮।
২৬ নভেম্বর — মুম্বাইতে সন্ত্রাসবাদী হামলা ২০০৮।
ভারতের সংবিধান স্বাক্ষর এবং পাস হল ১৯৪৯।
২৭ নভেম্বর — ফিদোল কাস্ত্রোর মৃত্যু ২০১৬।
প্রথম বাংলা নাটক মঞ্চস্থ করলেন লেবেদভ ১৭৯৫।
আলফ্রেড নোবেল পুরস্কারের জন্য উইল করে গেলেন ১৮৯৫।
২৮ নভেম্বর — চৌ এন লাই ভারত সফর করলেন ১৯৫৬।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তেহেরানে বৈঠক করলেন রুজভেল্ট, চার্চিল এবং স্ট্যালিন ১৯৪৩।
২৯ নভেম্বর — হাজী মহম্মদ মহসিনের মৃত্যু ১৮১২।
৩০ নভেম্বর — আমেরিকার স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দিতে প্যারিসে চুক্তি স্বাক্ষরিত হল ১৭৮২।
জগদীশ চন্দ্র বোসের জন্ম ১৮৫৮।

পুরুষরা কি সম্পূর্ণ স্বাধীন— ?

রীনা ঘোষাল

সভ্য সমাজে বাস করতে গেলে সবাইকেই কিছু না কিছু নিয়ম, শিষ্টাচার, পারিবারিক সংস্কৃতি, শালীনতা বজায় রাখা, সামাজিক দায়বদ্ধতা, কর্তব্য পালন করতে হয়। সেখানে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে স্বাধীনতা বা পরাধীনতার কোন প্রশ্নই ওঠা উচিত নয়।

যে সমস্ত পুরুষরা মহিলাদের উপর পাশবিক অত্যাচার ও বলপ্রয়োগ করে নিজেদের পুরুষত্ব এবং বীরত্ব জাহির করেন, সমগ্র নারীজাতি তাদের পুরুষ ভাবতে লজ্জা পান। কারণ তারা পুরুষ জাতির "কলঙ্ক"। সমাজের কতিপয় সংখ্যক পুরুষ মানুষ আছেন যারা স্বৈরাচারী, অত্যাচারী, নেশাখোর, নিষ্ঠুর, নির্দয় এবং মহিলাদের অসম্মান করা, যৌন হেনস্থা বা নিপীড়ন করা, মহিলাদের উপর অ্যাসিড হামলা করা, খুন ও ধর্ষণ করার মত কিছু খারাপ কাজ করে চলেছেন। এই ধরনের বিকৃত মস্তিষ্ক পুরুষদের জন্য যেমন সমস্ত পুরুষ জাতির নামে দোষারোপ করা হয় এবং পুরুষদের দিকে আঙুল তোলা হয় যে পুরুষরা নারীদের স্বাধীনতা সবসময় খর্ব করতে চান। তেমনি আবার কিছু সংখ্যাক নারীদের জন্য যারা নারী স্বাধীনতার নামে উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনে বিশ্বাসী এবং স্বাধীনতার অপব্যবহার করাই যাদের কাজ তাদের জন্য সমগ্র নারীকুলকে কটুকথা শুনতে হয়। এই ধরনের মহিলারা বিড়ি, সিগারেট, ধুমপান করা থেকে আরম্ভ করে যে কোন নেশার জিনিস—মদ্যপান, গাঁজা সেবন করা, অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়া—কোন কিছুর থেকেই নিজেদের বিরত রাখেন না।

আজকালতো এটা সাধারণ ব্যাপার বা ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় মেয়েরা বিয়ের পর স্বামীর ঘর ছেড়ে বাপের বাড়িতেই থাকেন। শ্বশুরবাড়িতে তারা মাঝে মাঝে বেড়াতে আসেন। অনেক মেয়েদের-ই অভিযোগ থাকে শ্বশুরবাড়িতে অত্যাচার সহ্য করতে হয় বলেই বাপের বাড়িতে থাকা। আজকাল শ্বশুরবাড়ি বলতে শ্বশুর, শাশুড়ি আর মেয়েটির স্বামী এবং একটি বা খুব বেশী হলে দুটি বাচ্চা। আমরা জানি, অনেক শ্বশুরবাড়ি আছে যেখানে মেয়ে পক্ষ পণের দাবি না মেটাতে পারলে মেয়েদের উপর প্রচুর শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার করা হয়। শ্বশুরবাড়িতে মেয়েদের উপর অত্যাচার করার বেশ কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা শোনা যায় এবং অত্যাচারের ধরন সম্পর্কে অনেক সময়ই বিষয়গুলো ঘোলাটে মনে হয়। শ্বশুর-শাশুড়িকে একটু সেবাযত্ন করতে হলে অনেক মেয়ের কাছেই সেটা হয়ে যায় অত্যাচার। একটি মেয়ে তার পিতা ও গর্ভধারিনী মাকে যদি সেবা-যত্ন করতে পারেন, তাদের খেয়াল রাখতে পারেন বা বাড়ির কাজকর্ম দেখাশোনা করতে পারেন তাহলে শ্বশুরবাড়িতে কি সেই দায়িত্বগুলি একটু পালন করা যায় না? যে সমস্ত মহিলারা অর্থ উপার্জনের জন্য কর্মসূত্রে বাইরে থাকেন তাদের কথা ভিন্ন। আজকের যুগে দাঁড়িয়ে একথা স্বীকার্য যে স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে উপার্জন না করলে পরিবার সামলানো খুব কঠিন সমস্যা। পুরুষরা যদি দূর দেশে গিয়ে চাকরি কিংবা ব্যবসা করতে পারেন তাহলে মহিলারা কেন পারবেন না? কিন্তু যে সমস্ত গৃহবধুরা নিজ শহরে থেকে চাকরি করেন কিংবা যারা কোন রোজগার করেন না শুধুমাত্র পরিবার সামলান তাদের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় ছোটখাটো খুঁটিনাটি পরিবারিক ঘটনা নিয়ে অশান্তি করে বা অভিমান করে তারা স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে যান। এই ধরনের মহিলাদের কি একটিবারও মনে প্রশ্ন জাগে না যে তাদের পরম আদরের সন্তানকে পিতার স্নেহ মমতা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। এতে শিশুটির মানসিক বিকাশের দিকটি বাধা প্রাপ্ত হচ্ছে। কিংবা মা-বাবাকে বিচ্ছেদ হতে দেখে শিশুটির নরম মনের উপর চাপ পড়ছে। পরবর্তী কালে সেই সন্তান বড় হয়ে যখন প্রশ্ন তুলবে, তখন মা তার কি জবাব দেবেন?

মহিলাদের পক্ষে এখন অনেক আইন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে যাতে তারা অন্যায়কারীকে বা অপরাধীকে উপযুক্ত সাজা ভোগ করাতে পারেন। আগে দেখা যেত পুরুষ অপরাধীরা মহিলাদের উপর অত্যাচার করে পার পেয়ে যেতেন কিন্তু এখন আর সেটা সম্ভব নয়। মহিলাদের ক্ষেত্রে এটা খুবই আনন্দ সংবাদ। কিন্তু বিনা অপরাধে কোন পুরুষ যেন সাজা ভোগ না করেন সেই বিষয়টির উপরও সবসময় খেয়াল রাখা উচিত। কোন মহিলা যেন অন্যায়ভাবে আইনি সুযোগ নিয়ে তার ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে ও স্বার্থসিদ্ধির জন্য কিংবা তার ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য কোন নিরপরাধ পুরুষকে ফাঁসাতে না পারেন সেদিকেও ঠিকমত বিচার-বিবেচনা ও পর্যালোচনা করা উচিত। নারী-পুরুষ উভয়েরক্ষেত্রেই যেন সমান আইন ব্যবস্থা বলবৎ থাকে সেদিকে নজর দেওয়া উচিত।

আগেকার দিনে মেয়েরা খুব অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে শ্বশুর বাড়িতে আসতেন এবং একটি বড় একান্নবর্তী পরিবারে তাদের থাকতে হতো। সেই সময়ে মেয়েদের দেখা যেত তারা পরিবারের সবাইকে নিয়ে মানিয়ে-গুনিয়ে থাকতেন। মা-ঠাকুমা দিদিমাদের আমলে মেয়েরা যে সারাদিন রান্না ঘরে উনুনে মুখ গুজে পড়ে থাকতেন তা নয়। সেই সময় মেয়েরা-মা, মাসিমা, পিসিমা, কাকিমা, জেঠিমা সবাই কম্পিউটার না জানলেও (তখন অবশ্য কম্পিউটারের যুগ ছিল না) রান্না-বান্না, সেলাই-ফোরাই ও নানান ধরনের শৌখিন হাতের কাজ করতেন। যেমন কাঁথাসেলাই, উলবোনা, আসনবোনা প্রভৃতি করতেন। সংসার সামলে সময় বার করে গান-বাজনার চর্চা করতেন এবং প্রচুর গল্পের বইও পড়তেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম, আশাপূর্ণাদেবী, মহাশ্বেতাদেবী এবং আরও অনেক বিখ্যাত লেখক-লেখিকাদের বিভিন্ন গল্প, কবিতা, উপন্যাস এবং তার পাশাপাশি রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভগবদগীতা প্রভৃতি পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠ করতেন। সবাই মিলে একসাথে হাসি-ঠাট্টা, আনন্দ-ফূর্তি, মজা সবই করতেন। তাদের মধ্যে কি কোনও মান, অভিমান, মনোমালিন্য, কটু কথার আপন-প্রদান হত না। কিন্তু তাই বলে তারা কথায়-কথায় অভিমান করে শ্বশুর বাড়ি ছেড়ে, স্বামী-সংসার ছেড়ে চলে যেতেন না। সেই সময়-এ কিছু মহিলারা পরিবার সামলে চাকরিও করতেন। আগেকার সময়ে মেয়েদের মধ্যে কিংবা বলা যায় মানুষের মধ্যে ধৈর্য্যক্ষমতা, সহ্যক্ষমতা, মানিয়ে নেওয়া, চট করে মাথা গরম না করা, গুরুজনদের শ্রদ্ধা করা, মান্য করা এই সমস্ত গুণগুলি খুব বেশী পরিমাণে দেখা যেত। যা আজকের যুগে মানুষের মধ্যে খুব কম দেখা যায়। কিন্তু তাই বলে কি সেই সময়ে নারীদের ওপরে কোন অত্যাচার, উৎপীড়ন হত না। (চলবে)

নয়া কৃষি সংস্কার আইন নিয়ে বিশেষজ্ঞদের প্রশ্ন

কিশোরকুমার বিশ্বাস

প্রায় সকল অর্থনীতিবিদই বর্তমান কৃষি সংস্কারের কার্যকারিতা নিয়ে অত্যন্ত আশাবাদী নন। তবে অনেক অর্থনীতিবিদ আছেন যাঁরা কৃষিতেও বাজারমুখী সংস্কারের পক্ষে। এই মতের বিশেষজ্ঞদের মধ্যে অশোক গুলাটির নাম সর্বাগ্রে আসে। গত কয়েকদশক ধরে তিনি এই ধরনের সংস্কারের পক্ষেই বলে আসছেন। গুলাটি বর্তমানে দিল্লীর Indian Council of International Economic Relations (ICRIER)-এর Infosys chair Professor.

তিনটি নতুন কৃষি সংস্কার আইন—

সাধারণভাবে বললে নতুন তিনটি আইন পাশ হয়েছে। প্রথম আইনে বলা হয়েছে কৃষিপণ্য বিক্রির ব্যাপারে কৃষককে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হল। এর আগে চাল-গম সহ অনেক পণ্য বিক্রি করতে গেলে সরকার নির্দিষ্ট APMC (Agricultural Produce Marketing Committee)-র বাজারে গিয়ে বিক্রি করতে হত। এখন কৃষকরা তাদের পণ্য যে কোন স্থানে যে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে বিক্রি করতে পারবে। কোন পক্ষেরই আর license প্রাপ্ত ব্যক্তিকে বিক্রি করার বাধ্যতা থাকল না। তবে আগের মত APMC-র বাজারেও বিক্রি চলতে পারে।

দ্বিতীয়ত, আইনে বলা হল চুক্তি চাষ করার কোন বাধা থাকল না। কৃষক তাঁর ইচ্ছে মত কোন গোষ্ঠী বা ব্যক্তির সঙ্গে চুক্তি চাষ করার ব্যাপারে স্বাধীন। তৃতীয় আইনে বলা হল কয়েকটি নির্দিষ্ট খাদ্যদ্রব্য যেসব আগে মজুত করার ব্যাপারে সীমাবদ্ধতা ছিল—এরকম কোন কৃষি পণ্য মজুত করার কোন বাঁধা থাকবে না। তবে বিশেষ দুঃসময়ের এবং পণ্যের দাম ভীষণ বাড়লে (২ গুণ বা ৫০ শতাংশ বাড়লে) মজুতকরণে বাধা আনা হবে।

এই নতুন কৃষি আইনের উদ্দেশ্য

এই আইনগুলোর ফলে কৃষকদের পণ্য বিক্রির স্বাধীনতা অনেক বাড়বে। এবং ক্রেতাদের মজুত করার সুযোগও অনেক বেড়ে গেল। ফলে কেনা বেচায় আরও স্বাধীনতার জন্য কৃষিপণ্যের দাম হিসাবে কৃষকদের পাওনা বেড়ে যাবে। এবং মজুতের সুবিধা বাড়ায় storing-এর পরিকাঠামো বাড়বে বেসরকারি উদ্যোগে। ফলে কৃষিপণ্যের অপচয় অনেক কমে যাবে। বাড়বে সারা বছর ধরে বাজারে জোগান এবং তার দামও কমানোর প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে। তাই সাধারণ ভোক্তা, কৃষক এবং ব্যবসাদার সকলেই লাভবান হবে।

কৃষকদের সঙ্গে চুক্তি চাষের সুযোগ বৃদ্ধির ফলে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বা ব্যবসায়ীদের কৃষিতে বিনিয়োগ বাড়বে। ফলে কৃষির উৎপাদন ক্ষমতা বাড়বে, ফসলের গুণমান বাড়বে। এর ফলে যেমন দেশের সবারই উপকার তেমনি কৃষিপণ্য রপ্তানি করে দেশের জাতীয় আয় বাড়ানো এবং বিদেশি মুদ্রার ভাড়ার বাড়ানোরও সুযোগ তৈরি হবে। তাই সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী দেশের প্রায় ৫০% মানুষ, যারা কৃষির ওপর সরাসরি নির্ভরশীল, তাদের সুবিধার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র অর্থব্যবস্থারই অনেক উন্নতি সম্ভব। কারণ কৃষকের আয় বৃদ্ধি মানেই দেশের আয় বৃদ্ধি এবং বাজারে চাহিদা বৃদ্ধি এবং তার ফলে দেশের আরো আরো সমৃদ্ধি।

সত্যই কি কৃষির সংস্কার সম্ভব?

এই বিষয়ে অনেক অর্থনীতিবিদ মনে করেন APMC বাজারে বিক্রির জন্য অনেক আগে থেকেই শিথিলতা আছে। জওহরলাল নেহরু বিশ্ব বিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিমাংশু দেখিয়েছেন এর আগে অন্তত ১৭টি রাজ্যে APMC ব্যবস্থা ছিলই না। যেমন—কেরালা, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ। হিমাংশুর মতে ২০০৬ সালে বিহারে APMC ব্যবস্থা শিথিল হয়েছে। তাতে বাইরে বিক্রি বেড়েছে ঠিকই কিন্তু চাষীদের কৃষিপণ্যের দামের কোনও উন্নতি হয়নি। পরন্তু দেখা গেছে বেশির ভাগ ফসল (চাল, গম) এবং বিশেষত বাজরার ক্ষেত্রে চাষিরা অনেক বেশি APMC ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল। তাই তাঁর মতে ভারতের কৃষির যা যা সমস্যা যেমন —অপ্রতুল সেচ, বীজ, সার, জল নিকাশী ক্রমাগত দাম বৃদ্ধির ফলে কৃষির খরচ বৃদ্ধি, বিভিন্ন পরিকাঠামোগত অসুবিধা, ঋণের অভাব ইত্যাদি বিষয় গুলোর সমাধান না করে কৃষিকে বাজারের ওপর নির্ভরশীল করে দেওয়ায় কোন সুফল প্রাপ্তির আশা কৃষকরা করতে পারবে না। কৃষিতে সরকারি খরচ (প্রকৃত খরচের হিসাবে) কয়েকবছর ধরে কমেই যাচ্ছে। কৃষকের আয় কমছে, গ্রামীণ অর্থনীতিতে মজুরী কমে যাচ্ছে (প্রকৃত অথে) গত তিন বছর ধরে। তাই এই বিষয়গুলো নজর দেওয়া বেশি জরুরি।

ইন্ডিয়ান ট্রেড সার্ভিসের অজয় শ্রীবাস্তব এক প্রবন্ধে দেখিয়েছেন পৃথিবীতে ৯০ শতাংশ দানাশস্যের কারবারী হল মাত্র চারটি কোম্পানি। তাই ভারতে মুক্ত কৃষি ব্যবস্থা হলে একচেটিয়া কারবারের ব্যবস্থা এসে যেতে পারে। চুক্তি চাষের সুযোগ কেবল অল্পকিছু আধুনিক মানুষিকতার জমির মালিকই নিতে পারবে। অধিকাংশ কৃষকের ভাল হওয়ার বিষয়টি অনিশ্চিত। তিনি উল্লেখ করেছেন এই বছরে করোনা পরিস্থিতিতে চিনের গম মজুত কারীদের বেশ দুর্দশায় পরতে হয়েছে। এর ফলে গোটা দেশে খাদ্যের যোগানে ধাক্কা আসতে পারে।

কৃষিতে সরকারি উদ্যোগ এবং উন্নত পরিকাঠামোই জরুরি

সরকারকেই আরও বেশি করে এগিয়ে আসতে হবে। অনেক মানুষ সরকারি ও কৃষি উদ্যোগের সুযোগ নিয়ে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করছে। তা কঠোর হাতে দমন করতে হবে। প্রতিকাঠামো অপ্রতুল বলেই কৃষকেরা ফসলের ন্যায্যমূল্য পাচ্ছেন না। সরকারের চেষ্টার ওপর দুর্নীতি বন্ধ করে সরকারি উদ্যোগ ঠিকমতো কাজে লাগিয়েই ভারতের কৃষির উন্নতি সম্ভব। বাজারের ওপর ছেড়ে দিলে কৃষির সঙ্গে সঙ্গে দেশেরও বিপদ ঘনিয়ে আসতে পারে।

শারদীয়ার নিষ্ঠুরতম অভিঘাতে দায়ী আমরা

পারিজাত বোস

সোশ্যাল মিডিয়ায় রংচং-য়ের মিম বলছে বাঙালির কাছে প্রিয়তম সুগন্ধির বিজ্ঞাপন হচ্ছে পুজোর গন্ধওয়ালা বিজ্ঞাপন। এবার কিন্তু এই গন্ধটাও রীতিমতো কণ্টকাকীর্ণ। এই গন্ধটা যদি এখনও কেউ না পেয়ে থাকেন, তাহলে সেটা কোভিডের উপসর্গ ভেবে রাতের ঘুমটাও উবে যেতে পারে। আবার সেই গন্ধটা যদি তীব্রতর হয় তাকে ঘিরে আতঙ্ক গ্রাস করবে। ওনামের পরে কেরলের অবস্থা, গণেশ উৎসবের শেষে মহারাষ্ট্র আর রথযাত্রার পর পুরীর নামে চেতাবনি শুনে একেবারে হেজে গেছে কান। উৎসবের শেষে কার কতটা সর্বনাশ হল, দুর্গতিতে কে এগিয়ে, এসব নিয়ে ঘ্যান ঘ্যান, প্যান প্যান চলছেই।

নামকরা এক জমিদার বাড়ির কর্তার কাছে শোনা দুর্গা দালানের সানাইওয়ালার গল্পটা হঠাৎ মনে পড়ে গেল। সানাইয়ের তালে তালে ছোটরা তখন কোমর দোলাচ্ছে। হঠাৎ সকলে থেমে গেল। সকলেরই মন খারাপ। এই সুরের সঙ্গে কি নাচা যায়? প্রবীনেরা এসে তখন সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, বড় হলে বুঝবি। তোর মেয়ে যখন শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার সময় হবে, তখন বুঝবি এই সুর বদলের মানে। আগমনির সুর সবসময়ই নিখাদ মিলনের আবাহন নাও হতে পারে। এতে অনেক স্তর মিশে থাকে। উৎসবের জেল্লাটাও শাশ্বত সত্য নয়। বরং বলা যেতে পারে সাজানো। আগমনির গানে শোনা যায়, ‘অবস্থা তোর আছে জানা, ভাতের ওপর নুন জোটে না।’ এবারের শারদোৎসবে তাই ব্যাপক গরমিল দেখা গেছে। সর্বজনীন কথাটা অনেকটাই ‘সব কা সাথ, সব কা বিকাশ’-এর মতো। সব পুজো অথবা সবার পুজো কখনই কোনওদিন সমান হয় নি। পুজোর নেশায় দশভূজার আদলে ঘরের মেয়ের জন্য যতটা ব্যাকুল হই, সেই ঘরের মেয়েটার নিত্য অত্যাচারের বিষয়টা নিয়ে ততটা ভাবিনি। ওই নিম্নবর্ণের মেয়েটার ওপর অবিচারের প্রতিবাদ জানিয়ে যে জনজোয়ার দেখা গেল, তাঁকে জোর করে জ্বালানো চিতার ধোয়া উবে না যেতে যেতেই উৎসবের চওড়া সুরে মা দশভূজা এসেছেন। নিজের দ্বন্দ্বেই আকীর্ণ হয়ে মনে প্রশ্ন জাগে, অত্যাচারিতা নারীর জন্য চোখে যে জল আসে, তা কি মাকে আদৌ ভাবায় না। বোধন শেষে মণ্ডপে মণ্ডপে ওই মুখের আয়নায় কি সত্যি সব মেয়ের মুখের প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে!

উপাচারের ঘনঘটা, দেবীপক্ষে আবেগের মাখামাখিতে কত কান্না, লাঞ্ছনা, অত্যাচার নিমেষে গিলে ফেলি। সত্যি! ছলনাও কতটা খাঁটি হতে পারে । একদিন, প্রতিদিন এই জীবনের নির্মম নিষ্ঠুর আঘাত সহ্য করেও মুখে অমল হাসিটুকু রাখতে হচ্ছে। এ যেন সিনেমার সেই দৃশ্য। লকডাউনের কোপে কত প্রানবন্ত হাসি শুকিয়ে গেছে। দায়িত্বশীল অভিভাবককে দিন দিন তিল তিল করে গুটিয়ে যেতে হচ্ছে। এতো ঘোর অনিবার্যতার আগমনি। সকালে নিত্যদিন সংবাদপত্রের পাতায় চোখ খুঁজে বেড়াচ্ছে জীবনের জন্য খড়কুটোর আশা। গভীর অসুখের জোয়ার ঠেলে বাঁচার জন্য পাড়ের সন্ধান যদি পাওয়া যায়। আগমনির সুরে শুধু আশার সুর নয়, আশঙ্কার সুর মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। দেখতে দেখতে এবার দুর্গাপূজাটা এসে গেল আর চলেও গেল। প্রাক্‌পুজোতে শপিং মলে কেনাকাটায় উপচে পড়া ভিড়। শো-কেস শপিংয়েও লাস্যময়ীরা কম যান না। বাঙালির একটা হুজুগ চাই। বছরে সেরা হুজুগ হচ্ছে দুর্গাপুজো। বাজারে গিয়ে কাতলার মাথা, চেতল মাছের পেটি, ইলিশ মাছ, বেশ বড়গোছের পাবদা, লবস্টারের খোঁজ-এসবে কোন খামতি নেই। এই হুজুগের খেসারত যে কতজনকে দিতে হবে তার হিসেব কেউ রাখে না। নেতাদেরও বলিহারি বালাই শাট। জনগণকে করোনাবিধি মানতে অনুরোধ করার ক্ষেত্রে কোন কার্পণ্য নেই। আবার ভার্চুয়াল অথবা সশরীরে হাজির হয়ে পুজোর উদ্বোধন করে শারদীয়ার আনন্দকে উস্কে দেওয়ার আলতো ছোঁয়াটা তো বেশ ছিল। কেটে গেছে চারদিন, পুজো শেষ। এবার ঠ্যালা সামলাও।

অতিমারির শিকার নিয়ে এবার শারদোৎসবে বেজে উঠেছিল আর এক ধরনের সুর। হিসেব মেলাতে গিয়ে তাই এত উৎকণ্ঠা। এভাবেই কি বেড়ে যাবে আক্রান্তের সংখ্যা। একদিকে দোকান-বাজার, রেস্তোরাঁ, সিনেমা হল, মাল্টিপ্লেক্সের জেগে ওঠার উদ্দাম প্রচেষ্টা। প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে মাইকে সাবধানবানীর সঙ্গে হালকা করে ‘সবারে করি আহ্বান’-এর ছোঁয়া।’ কি হবে এই আনন্দের পরিণামটার। উৎসবের হাসি, আনন্দ কী করে থাকবে অ্যাসিম্পটো মেটিক। আগমনি মানেই জীবনের রোজনামচা থেকে ছুটি নয়, বরং বাস্তবে ফেরার জন্য আরেকটু চেষ্টা, উত্তরণের দিশা। পুজোর আরেকটা লক্ষণ, পুরনো স্মৃতি মনে পড়া। অপুও তো সেই আগমনির সুরে হেঁটে চলেছিল অনাগতের পথে, জানা ছিল না সেই পথের শেষ কোথায়। চলার পথে যদিও ছিল ছন্দ আর শারদের ছোঁয়ায় এবার আমাদের ভাগ্যে জুটেছে নিষ্ঠুরতম অভিঘাত। উৎ-সব যেন তার সংজ্ঞাতেই প্রাণবন্ত থাকে, উৎ-শব হয়ে না যায়।

কবিতা

নোভেলকরোনাভাইরাস

অনির্বাণ কর

কোভিড-১৯, থারমাল গান, থারমাল স্ক্রিনিং,
সোশ্যাল ডিসট্যান্সিং, কোয়রান্টিন, কভিডিয়ট,
ইনফোডেমিক, পিপিই কিট, আরটি পিসিআর,
হটস্পট, কনটেনমেন্ট, ক্লাস্টার, লকডাউন, জনতা
কার্ফু—আরো কত যে নতুন শব্দের
আমদানি হবে কে জানে?
আর হবে নাই-বা কেন?
বিশ্বজুড়ে মারণব্যাধি যেভাবে ছড়িয়ে পড়ছে...
কত প্রাণ চলে গেল, আরো কত যাবে—
কেউ জানে না।

হাসপাতালে বন্দিদশায় আছে মানুষ,
অনেকে স্বেচ্ছায় গৃহবন্দি, বিশেষ করে বিদেশ
ফেরত পর্যবেক্ষণে—
নিজের শহরে থাকতে বলছে প্রশাসন
রাজ্য বা দেশ ছাড়ারতো প্রশ্নই নেই।
জনজীবন লাটে উঠেছে
চারিদিক আজ শুনশান—আতঙ্ক
সুযোগ বুঝে বেড়ে চলেছে নিত্যপ্রয়োজনীয়
দ্রব্যের দাম—আনন্দ!
—কিছু মানুষের।

এখন কোনো বিরোধ নেই, ধর্ম বা রাজনীতি...
দেশের প্রধানমন্ত্রী থেকে আমজনতা—কোমর
বেঁধে লড়ছে সবাই ভাইরাস আটকাতে।

আরাধনা

নীলাঞ্জনা ভট্টাচার্য্য

শরৎ সুরে হৃদয় জুড়ে
অকালবোধন সুর,
আনন্দময়ীর আরাধনায়
ভেসে যায় বহুদূর।

রাত পোহালেই ষষ্ঠী
মায়ের চক্ষুদান,
বছর ঘুরে এসে
পিতৃগৃহে অবস্থান।

সপরিবারে ওই
অসুর দলনী রূপ,
মন ছুঁয়ে যায় যে,
মায়ের হাসিমুখ।

আনন্দধ্বনি জাগুক
আপন হৃদয় জুড়ে,
ঘরে এল উমা
ঢাক শাঁখের সুরে॥

ডাক্তার তুমি কেমন মানুষ

প্রভাত ভট্টাচার্য্য

ডাক্তার তুমি কেমন মানুষ
কত যে সব রটে—
তবুও তো তুমি চলেছ লড়ে
এই ঘোর সংকটে।

বিপদে পড়লে তখন সবাই
তোমার কাছে তো ছোটে,
তবুও তো দেখি কপালে তোমার
কত অপবাদ জোটে।

খাওয়া দাওয়া ঘুম, ঠিক নেই কোনো
জল হয়ে যায় খুন—
অনেক কিছুই শুনবে যদি
পান থেকে খসে চুন;

সব পেশায় হয় এদিক ওদিক
তবুও তো নেই চাপ—
তুমি ডাক্তার তাই তো তোমার
নেই যে কোনো মাফ।

স্টেডিয়াম

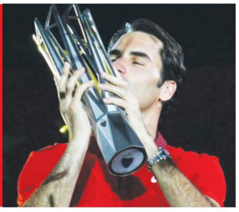

ছুটির শহরে সবুজ মেরুনের ছটা

ভারতসেরা মোহনবাগান

চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিয়ে মোহনবাগান সমর্থকদের বিজয়োৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি-আই লিগ চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিয়ে ছোট-বড়-বুড়ো-র বিজয়োৎসবে রবিবার ১৮ অক্টোবর কলকাতার রাজপথ কিছুটা সময়ের জন্য সবুজ-মেরুনে ঢেকে গেল। কল্যাণীতে এই বছর ১০ মার্চ আইজলকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়নের শিরোপা পেয়েছিল মোহনবাগান। অতিমারীর কারণে তখন মোহনবাগানকে ট্রফি দেয়নি ফেডারেশন।

যুবভারতীর সামনে পাঁচতারা হোটেলের সামনের রাস্তায় সকাল থেকেই হাজির হয়েছিলেন হাজার হাজার দর্শক। কোভিড প্রোটোকলের জন্য সমর্থকরা হোটেলে ঢুকতে পারেন নি। রাস্তায় সমর্থকরা 'জয় মোহনবাগান' ধ্বনিতে মাতিয়ে রেখেছিলেন। সকালে হোটেলে একটি সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে আই লিগ সি ইও সুনন্দ ধর এবং রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরুপ বিশ্বাস চ্যাম্পিয়ন ট্রফি ক্লাব সভাপতি টুটু বসুর হাতে তুলে দেন। সেই ট্রফি খোলা জিপে হোটেলের বাইরে আসা মাত্র সমর্থকরা উল্লাসে ফেটে পড়েন। প্রায় ১৫ হাজার সমর্থক পাঁচ ঘন্টা ধরে শোভাযাত্রা করে সেই ট্রফি ক্লাব তাঁবুতে নিয়ে যান। টুইট করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে, স্বাস্থ্যবিধি উপেক্ষা করে কীভাবে হাজার হাজার মোহনবাগান সমর্থক রাস্তায় নেমে শোভাযাত্রায় অংশ নিলেন। ১৯ অক্টোবর, সোমবার আই লিগের বাছাই পর্বে চ্যাম্পিয়ন মহামেডানও শোভাযাত্রা করল।

মাঘোমা লাল হলুদে

জা মাঘোমা

নিজস্ব প্রতিনিধি-বার্মিংহাম সিটির তারকা জা মাঘোমাকে এবার খেলতে দেখা যাবে লাল হলুদ জার্সিতে। ১৯ অক্টোবর ষষ্ঠ বিদেশি হিসেবে সরকারিভাবে তাঁর নাম ঘোষণা করল এস সি ইস্টবেঙ্গল। মাঘোমা প্রচারের আলোতে আসেন টটেনহাম হটস্পারের যুব দল থেকে। ২০০৯ সালে তিনি যোগ দেন বার্টন অ্যালবিয়নে। এরপরে যান শেফিল্ড ওয়েন ওয়েডনেসডেতে। ২০১৫ সালে কঙ্গো জাতীয় দলের মিডফিল্ডার মাঘোমা যোগ দেন বার্মিংহামে। ২০১৭-২০১৮ মরশুমে দলের বর্ষসেরা ফুটবলারও হন তিনি। বার্মিংহামের হয়ে ৪১৭টি ম্যাচে ৫৭টি গোল করেছেন মাঘোমা। দেশের হয়ে এখনও পর্যন্ত ২২টি ম্যাচ খেলেছেন তিনি। ইস্টবেঙ্গলে আসার পর উচ্ছ্বসিত মাঘোমা বলেছেন, 'গোয়াতে দলের সঙ্গে যোগ দিয়ে ভীষণরকম আনন্দ পাচ্ছি। ইস্টবেঙ্গলের সমর্থকদের আবেগ সম্পর্কে আমি ওয়াকিবহাল। আমার লক্ষ্য থাকবে ওঁদের জন্য সবসময় নিজের সেরাটা দেওয়ার।'

অন্ধকারে রাজ্যের খেলার ভবিষ্যৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি-করোনার জন্য গত আট মাস ধরে বিভিন্ন সংস্থার অফিসগুলো তালাবন্ধ হয়ে রয়েছে। কর্তারা জানেন না, কবে থেকে অফিস খুলবে, খেলা ফের শুরু হবে কবে? রাজ্যে ফুটবল খেলা শুরু হয়েছে কিন্তু বাকি খেলাগুলোর কোচ, খেলোয়াড় এবং কর্তারা এখনও অন্ধকারে। রাজ্য অ্যাথলেটিক্সে প্র্যাকটিস বন্ধ। জেলাতেও একই অবস্থা। জুনিয়রদের অবস্থা আরও খারাপ। প্লেয়ার বাছাই করা সম্ভব হচ্ছে না। কারণ অ্যাথলেটিক্স মিট হচ্ছে না। বক্সিং হচ্ছে বডি কনট্যাক্ট গেম। ফলে শুরু করা যাচ্ছে না। সাইয়ে কয়েকজন প্র্যাকটিস করছেন। জুডোরও একই হাল। টেবিল টেনিসের অবস্থাও একইরকম। তবে টেবিল টেনিস শুরু করা নিয়ে আলোচনা চলছে। ভলিবল, হকি, কুস্তি, সাঁতার সব বন্ধ হয়ে গেছে। এসব খেলার সঙ্গে যুক্ত খেলোয়াড়রা হতাশার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন।

সোনা এলাভেনিলের

নয়াদিল্লি-শেখ রাসেল আন্তর্জাতিক রাইফেল প্রতিযোগিতায় সোনা পেলেন বিশ্বের এক নম্বর এলাভেনিল ভালারিভান। রূপো পেয়েছেন সাহু তুষার মানে। অনলাইনে আয়োজন হয়েছিল এই প্রতিযোগিতার।

বিশ্বরেকর্ড

মিশর-৫ নভেম্বর তিনি ৭৫ বছরে পড়বেন। এই বয়সেও ফুটবল মাঠ ছাড়েন নি। মিশরের এজেল দিন বাহাদের। পেশাদার ফুটবল ম্যাচ খেলে তিনি বিশ্বরেকর্ড গড়ে গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ডে নাম তুললেন। ৭৩ বছর বয়সে পেশাদার ম্যাচ খেলে রেকর্ড করেছিলেন ইসাক হায়াক। সেই রেকর্ড ভেঙ্গে দিলেন এজেলদিন। সম্প্রতি তিনি আল হায়াতের হয়ে তৃতীয় ডিভিশন লিগের একটি ম্যাচ খেলেন।

প্লে-অফের সূচী

নয়াদিল্লি-আই পি এল প্লে অফের সূচী ঘোষণা করল বি সি সি আই। ৫ নভেম্বর কোয়ালিফায়ার ১ এবং ১০ নভেম্বর ফাইনাল হবে দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে। এলিমিনেটর এবং কোয়ালিফায়ার ২ হবে যথাক্রমে ৬ এবং ৮ নভেম্বর আবুধাবিতে। শারজাতে প্লে অফের কোনও ম্যাচ রাখা হয়নি।

বাতিল ইউরো

প্যারিস-অনূর্ধ্ব ১৯ ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপ বাতিল করে দিল উয়েফা। এর আগে দু'বার স্থগিত রাখা হয়েছিল। উত্তর আয়ারল্যান্ডে এই প্রতিযোগিতা হওয়ার কথা থাকলেও অতিমারী পরিস্থিতির কথা ভেবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। উয়েফার কর্তারা এখন থেকে সবসময় নজর রাখছেন পরিস্থিতির দিকে যাতে খেলা শুরু করা যায়।

চ্যাপম্যানের প্রয়াণ

ব্যাঙ্গালোর-মাত্র ৪৯ বছর বয়সে ১২ অক্টোবর সকালে মারা গেলেন ভারতীয় ফুটবল দলের প্রাক্তন অধিনায়ক কার্লটন চ্যাপম্যান। লিভারের সমস্যায় ভুগছিলেন। হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর জীবনাবসান হল। তাঁর এক ছেলে, এক মেয়ে এবং স্ত্রী বর্তমান। ইস্টবেঙ্গলে খেলেছিলেন '৯৯ সালে। তাঁর মৃত্যুতে ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি প্রফুল্ল প্যাটেল ও সচিব কুশল দাস গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন।

জন রিডের প্রয়াণ

অকল্যান্ড-মারা গেলেন নিউ জিল্যান্ডের প্রবীনতম টেস্ট ক্রিকেটার জন রিড। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। দেশের সেরা অধিনায়কদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। পাঁচ এবং ছ'য়ের দশকের শুরুতে জন রিডকে বিশ্বের অন্যতম সেরা অল রাউন্ডার বলা হত। নিউজিল্যান্ডের হয়ে ৩৪টি ম্যাচে নেতৃত্ব দিয়েছেন। দেশের হয়ে ৫৮টি টেস্ট খেলেছেন তিনি। ৩৪২৮ রানের পাশাপাশি রয়েছে ৮৫ টি উইকেট। ১৯৬৫-তে অবসর নেওয়ার পর নিউজিল্যান্ডের নির্বাচক, ম্যানেজার এবং পরে আই সি সি-র ম্যাচ রেফারি হন তিনি।

আর্সেনালের হার

লন্ডন-প্রিমিয়ার লিগে হেরে গেল আর্সেনাল। লেস্টার সিটির কাছে ০-১ গোলে হারল তারা। লেস্টারের হয়ে খেলার ৮০ মিনিটে একমাত্র গোলটি করেন পরিবর্ত খেলোয়াড় জেমি ভার্দি। এই হারের ফলে প্রিমিয়ার লিগে আর্সেনালের পয়েন্ট দাঁড়াল ৯। অনেক সুযোগ হারিয়েছে আর্সেনাল। আর্সেনালের কোচ এই জয়ের জন্য লেস্টারকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। ম্যাচের পর লেস্টারের গোলদাতা ভার্দি জানিয়েছেন যে, তাঁরা জিততে চেয়েছিলেন এবং সেটা করলেন।

আই এস এল শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি-২০ নভেম্বর থেকে শুরু হল আই এস এল। টুর্নামেন্টের সংগঠক এফ এস ডি এল এই খবর জানিয়েছে। ১১টি দল পরস্পরের বিরুদ্ধে দু'বার খেলবে। লিগ পর্যায়ের শেষে সেমিফাইনাল এবং ফাইনাল। এস সি ইস্টবেঙ্গলের অন্তর্ভুক্তিতে ম্যাচের সংখ্যা বাড়ছে। চারমাসের প্রতিযোগিতা হবে দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে। এই খেলা উপলক্ষে সেজে উঠেছে গোয়া।

লাল হলুদের কোচ হলেন রবি

ইষ্টবেঙ্গলের নতুন কোচ রবি ফাউলার

নিজস্ব প্রতিনিধি-শেষ পর্যন্ত ইষ্টবেঙ্গলের কোচ হলেন ইংল্যান্ডের জাতীয় দলের নামী স্ট্রাইকার এবং লিভারপুলের কিংবদন্তি রবি ফাউলার। আগামী দু'বছরের জন্য তাঁর সঙ্গে চুক্তি করা হয়েছে। শ্রী সিমেন্ট ইস্টবেঙ্গল ফাউন্ডেশনের পক্ষে ফাউলারের কোচ হওয়ার কথা দুবাই থেকে জানালেন সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর হরিমোহন বাঙ্গুর। ফাউলার ৩৬৯টি ম্যাচে ১৮৩ গোল করে লিভারপুলের তৃতীয় সর্বোচ্চ গোলদাতা। রবি ফাউলারের সঙ্গে আছেন সহকারী কোচ অ্যান্টনি গ্রান্টসহ আরও ৭ জন। ভারতীয় সহকারী কোচের ভূমিকায় থাকছেন রেনেডি সিং। ৮ অক্টোবর রবি ফাউলারের সঙ্গে চুক্তি করা হয়। আই এস এল-এ ইস্টবেঙ্গল খেলবে 'এস সি ই বি' নামে। দায়িত্ব নিলেও এই মুহূর্তে কলকাতায় আসার সম্ভাবনা নেই ফাউলারের, সরাসরি গোয়াতে যাওয়ার কথা।

দলকে জেতালেন মেসি

সাওপাওলো-একবছর পর জাতীয় দলের জার্সি পরে দলকে জেতালেন মেসি এবং লুই সুয়ারেজ। বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জনকারী পর্বের প্রথম ম্যাচে জিতল আর্জেন্টিনা এবং উরুগুয়ে। আর্জেন্টিনা ১-০ ব্যবধানে হারিয়েছে ইকুয়েডরকে। উরুগুয়ে হারিয়েছে চিলিকে। ম্যাচের ১৩ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করেন মেসি। বরাবরই মেসি জাতীয় দলের হয়ে ভাল খেলেন। এবারও তার কোন ব্যতিক্রম হয়নি। দেশের মানুষ মেসির খেলায় বেশ সন্তুষ্ট।

মেডিসিন, হার্ট, ডায়াবেটিসের চিকিৎসায়—
ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য্য
MD (MEDICINE)
মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি সময় ২-৩০ মিনিট
সেরাম পলিক্লিনিক
৩২এ, রামকান্ত বোস স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৪
(শ্যামবাজার মনীন্দ্র কলেজের পাশের গলিতে)
যোগাযোগ ঃ 8697144314/8777052022

শারদ লগ্নে বিভিন্ন কর্মসূচীর কয়েক ঝলক

SERUM
SERUM
2020

পুজো উদ্যোক্তাদের মণ্ডপে সেরাম শারদ বরণ -এর পক্ষ থেকে স্যানিটাইজার, স্যানিটাইজার স্ট্যান্ড প্রদান

SERUM
SERUM
2020

দক্ষিণ কলকাতার একটি মণ্ডপে সেরাম শারদ বরণ-এর পক্ষ থেকে প্রদান করা হল স্যানিটাইজার, স্যানিটাইজার স্ট্যান্ড

‘দেবীর মর্ত্যে আগমন’ নাটকে পার্বতীর ভূমিকায় প্রিয়াঙ্কা দত্ত

BELGACHIA AMAN COMMITTEE
Regd. No.: S/582709
PUJA CAMP

নবমীতে বেলগাছিয়া আমন কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত শিবিরে উপস্থিত সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য সহ আমন কমিটির সভাপতি, সম্পাদক ও সহকারি সম্পাদক

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন্ ফেডারেশন্ - এর

‘কাগজের মানুষ আর ফিনিক্স পাখি’ বইটির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে রয়েছেন সাংবাদিক সুমন ভট্টাচার্য্য, সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য, গায়ক নচিকেতা ও লেখক ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য্য

‘দেবীর মর্ত্যে আগমন’ নাটকে ভাষ্যপাঠ করছেন সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য ও সংগঠনের সদস্য রুবী মণ্ডল

শিব ও পার্বতীর ভূমিকায় অভিনয়ে রয়েছেন ইন্দ্রজিৎ চক্রবর্তী এবং ঐতিহ্য ঘোষাল

সন্তানের বিয়ে দিচ্ছেন ?

যার সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছেন সে থ্যালাসেমিয়া বাহক কিনা দেখেছেন কি ?

থ্যালাসেমিয়া কি ? থ্যালাসেমিয়া একটি জিন ঘটিত রোগ

থ্যালাসেমিয়া রোগের লক্ষণ ঃ ১। রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যায়। ২। বয়স অনুযায়ী বাচ্ছার বৃদ্ধি হয় না, কিন্তু প্লীহা (Spleen) বৃদ্ধি ঘটে, পরিণতি মৃত্যু।

থ্যালাসেমিয়া রোগের কারণ কি? ঃ যেকোন একজন থ্যালাসেমিয়া বাহক যদি অপর বাহককে বিয়ে করে তাহলেই পরের প্রজন্মে থ্যালাসেমিয়া অসুখ হবার সম্ভাবনা থাকবে। কিন্তু থ্যালাসেমিয়া বাহক কোন অসুখ নয়, বাহকের সঙ্গে সাধারণের বিয়ে হলেও পরের প্রজন্মের থ্যালাসেমিয়া অসুখ নিয়ে পৃথিবীতে আসবার কোন সম্ভাবনা থাকবে না।

থ্যালাসেমিয়া রোগ প্রতিরোধের উপায় - আমাদের আবেদন

সুজনেষু,

আসুন, জন্মানোর এক বছর পর থেকে বিবাহের আগে পর্যন্ত থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করে / করিয়ে এবং দুজন বাহকের মধ্যে বিবাহ না দিয়ে আপনিও থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সমাজ গড়ার শরিক হোন।

ডাঃ ভাস্করমণি চ্যাটার্জী, সভাপতি
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

সহ সভাপতি
স্বামী সারদাত্মানন্দ মহারাজ ও ডাঃ শেখর ঘোষ
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

সঞ্জীব আচার্য্য, সম্পাদক
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

কার্যকারী কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ ঃ ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য, তিনকড়ি দত্ত, জয়ন্ত সাহা, অজয় চৌবে ও মৃদুল ব্যানার্জি

সদস্যবৃন্দ ১) শরদিন্দু চ্যাটার্জি, ২) রজত বোস, ৩) অনুপম রায়, ৪) রামকৃষ্ণ বসাক, ৫) রামপ্রসাদ চক্রবর্তী, ৬) শৈলেন পাল, ৭) মালঞ্চ সাহা, ৮) প্রিয়জিত ভৌমিক, ৯) অমল বোস, ১০) এস এস চন্দ, ১১) রুবী মণ্ডল, ১২) গোপাল সাহা, ১৩) আশীষ ভট্টাচার্য্য, ১৪) ববিতা দাস, ১৫) সুদীপা কর্মকার, ১৬) তপন ব্যানার্জি, ১৭) অশোক পাল, ১৮) প্রদীপ পাত্র, ১৯) সৈকত মুখার্জি, ২০) সোনালি বিশ্বাস, ২১) সঞ্চয় সাহা, ২২) পার্থ দাস, ২৩) সঞ্জয় সেনগুপ্ত, ২৪) সন্দীপ মিল, ২৫) তাপস কুমার চক্রবর্তী, ২৬) রিক্তা বিশ্বাস, ২৭) সুমনা কর, ২৮) অভিষেক কুমার মিত্র, ২৯) কৃতান্ত মণ্ডল, ৩০) পরিমল রায় চৌধুরী, ৩১) নবনীতা পাল, ৩২) রণিতা মিত্র, ৩৩) কুহু চ্যাটার্জি, ৩৪) দেবশঙ্কর নন্দী, ৩৫) অদিতি বসু, ৩৬) নমিতা পাল, ৩৭) মধু শেঠ, ৩৮) মধুমিতা পাত্র, ৩৯) অরবিন্দ নন্দী, ৪০) রাসবিহারী ব্যানার্জি, ৪১) পুলক শূর, ৪২) রুদ্র রায়, ৪৩) ডা. পি. কর্মকার, ৪৪) রীণা ঘোষাল, ৪৫) দেব পাল, ৪৬) রীতেশ ঘোষ, ৪৭) অমিতাভ সিনহা, ৪৮) মৌমিতা ঘোষ, ৪৯) শুভময় কুণ্ডু, ৫০) রেশমি নায়েক, ৫১) স্বপন দে, ৫২) চিত্রা শীল, ৫৩) আবীর চ্যাটার্জি, ৫৪) মীনাক্ষী পাল, ৫৫) সুবীর অধিকারী, ৫৬) সৌগত ভট্টাচার্য্য, ৫৭) সব্যসাচী বোস, ৫৮) স্বপন কুমার ভুঁইয়া, ৫৯) অভিজিৎ মাহাতো, ৬০) ইরা দত্ত, ৬১) সঞ্জয় সর্বজ্ঞ, ৬২) শেখ নাজিবুল রহমান, ৬৩) তৃষ্ণা বসু, ৬৪) গৌতম শীল, ৬৫) লক্ষ্মীনারায়ণ বিশ্বাস, ৬৬) ইন্দ্রনীল ব্যানার্জি, ৬৭) শ্যামল মুখার্জি, ৬৮) কমল মাইতি, ৬৯) চন্দন ঘোষ, ৭০) মোল্লা জামালউদ্দিন, ৭১) সুব্রত সাহা, ৭২) সুব্রত ঘোষ ৭৩) শীলা নন্দী।

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন থ্যালাসেমিয়া ক্যাম্প ও বাহক রক্ত পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করুন
১০, ভূপেন বোস এভিনিউ, কোলকাতা-৭০০ ০০৪, যোগাযোগ ঃ (০৩৩) ২৫৩০ ৬৫৭২, ৯৮৩০৫ ৬০২৯৬

Owner- Sanjib Acharya, Printer-Sanjib Acharya, Publisher- Sanjib Acharya, Published from- 122/2, Panchanantala Road , P.O.Paschim Putiary, Kolkata- 700 041, District- South 24 Parganas, Printed from- Diamond Art Press, 37/A, Bentinck Street, Kolkata-700 069, Editor- Sanjib Acharya. Editorial and Corporate Office : 98305 60296.